সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বর্ত্তমানে আমরা যে সংস্কৃত কলেজ দেখিতেছি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় এক শত বৎসরেরও আগে,—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে। প্রথমে ইহা ৬৬ নং বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল, পরে সরকারী ব্যয়ে বার্ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক পটলডাঙ্গা স্কোয়ারে নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইলে ১৮২৬ সনের ১লা মে তথায় স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজও এই বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিল।*

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে প্রথম পাঠারম্ভ হয়। সেকালের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে যিনি যে-বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন এবং মাসিক যে বেতন পাইতেন, তাহার একটি তালিকা দিতেছি :—

সেক্রেটরী :—	উইলিয়ম প্রাইস	.	৩০০৲
ব্যাকরণ :—	হরনাথ তর্কভূষণ	...	৪০৲
	রামদাস সিদ্ধান্ততর্কপঞ্চানন	...	৪০৲
পাণিনি :—	গোবিন্দরাম উপাধ্যায়	.	৪০৲
অলঙ্কার :—	কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	...	৬০৲
কাব্য :—	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	...	৬০৲
স্মৃতি :—	রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	...	৬০৲
ন্যায় :—	নিমাইচরণ শিরোমণি	...	৬০৲
বেদান্ত :—	রুদ্রমণি দীক্ষিত	...	৬০৲
গ্রন্থাধ্যক্ষ :—	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	..	৬০৲
হিসাবরক্ষক :—	রামকমল সেন	.	৪০৲

সেকালের সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তান ছাড়া অপর কেহ পড়িতে পাইত না। ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না, বরং কৃতী ছাত্রেরা কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য কিছু কিছু বৃত্তি পাইত। তখন রবিবার কলেজ বন্ধ থাকিত না,—প্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারে প্রতিপদ্, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা-পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ব্বাহে কলেজ বসিত না।

* " . . . the buildings attached to the Hindoo College are occupied as follows — The Centre upper roomed house by the Sanscrit College The two wings lower roomed houses by the Hindoo College"—Letter dated 28 June 1837 from Ramcomul Sen Secretary, Sanscrit College, to the General Committee of Public Instruction

১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে একটি বৈদ্যক-শ্রেণী ছিল, সেখানে অনেক ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ পড়িত।

আমরা ধারাবাহিক ভাবে সংস্কৃত কলেজের প্রত্যেক শ্রেণী এবং সেই সেই শ্রেণীর প্রাচীন অধ্যাপকবর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাস প্রধানতঃ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যেই আলোচিত হইবে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত কলেজের পুরাতন নথিপত্র দেখিবার সুযোগ আমাকে দিয়াছেন।

বেদান্ত-শ্রেণী

রুদ্রমণি দীক্ষিত

বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন রুদ্রমণি দীক্ষিত। ইনি অল্প দিনই সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে পর-বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসের তিন দিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৬০৲ বেতনে নিযুক্ত হন, ছাড়িবার সময় তাঁহার বেতন ছিল ৮০৲।

প্রধানতঃ কোপনস্বভাবের জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ রুদ্রমণিকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৩১ জানুয়ারি ১৮২৫ তারিখে কলেজের সেক্রেটরী লিখিয়াছিলেন :—

The Secretary to the Sub Committee of the Government Sanskrit College is sorry to report the necessity of the removal of one of the College Pundits Rudramani, the Vedanta Professor for violent and quarrelsome conduct, offensive to the other teachers and tyrannical to his pupils, also for irregular attendance disregard of repeated admonitions both from myself and the Secretary to the General Committee and general insubordination.

রামকুমার

রুদ্রমণির স্থলে কেহ পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে রামকুমার তিন মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে বেদান্তের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ২৬ এপ্রিল ১৮২৫ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর পত্রে প্রকাশ :—

The Acting Professor Ramkumara who has been employed with the sanction of the College Council during the last two months in superintending the Vedanta Class, has performed the duty assigned to him with great credit to himself and advantage to the pupils, ...

কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়

রুদ্রমণির স্থলে কাশীর এক জন পণ্ডিত ১৮২৫ সনের মে মাস হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়।

সংস্কৃত কলেজে বেদান্তের অধ্যাপকের পদের জন্য জেনারেল কমিটির সেক্রেটরী ও বিশপ্স কলেজের অধ্যক্ষ পাদরি মিল কৃষ্ণদেবের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। পাদরি মিলের প্রশংসাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

CALCUTTA, April 22nd, 1825

The bearer Crishna Deva Pundit was recommended to me at Benares when in quest of a Hindustani Pundit for Bishop's College by the late profound Sanscrit scholar Captain Fell, as a person eminently qualified to answer my wishes From that time (October 1822) to the present, I have been in the habit of reading with him and consulting him on various points of Brahmanical literature and antiquities—but particularly on the Vedantic Philosophy From the information I have derived from him—on this latter point especially—I can with confidence recommend him as a learned man and an able teacher—and one whom nothing but the hope of receiving rewards with a lucrative appointment could induce me now to dispense with

W H MILL,
Principal of Bishop's College

সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর অধ্যাপনার পর, ২৯ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়। ২ মে ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী লেখেন :—

The Secretary to the Government Sanskrit College begs to inform the Committee that Krishna Deva the Vedanta Professor died on Saturday, the 29th ultimo

কৃষ্ণদেব ১৮২৬ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কলেজের বেতন-বহিয়ে প্রকাশ, তিনি পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসের কোন বেতন পান নাই।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি

কৃষ্ণদেবের শূন্য পদে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মাসিক ৮০৲ বেতনে ১৮২৬ সনের মে মাস হইতে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শম্ভুচন্দ্র কলিকাতায় এক ন্যায় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল উইলসন সাহেবের পণ্ডিতও ছিলেন। ২ মে ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী তাঁহার সম্বন্ধে জেনারেল কমিটিকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

There are several candidates for the vacant situation Among others, Sambhu Chandra Vachespati, a Pundit who has long been known to the Secretary as an excellent scholar, well versed in the Vedanta and a man of good character He has been in the employ of Mr Wilson for about three years who will be able to bear testimony to his abilities and in the meantime he has been directed to take charge of the Class until the pleasure of the Committee is known

স্মৃতিশাস্ত্রেও শম্ভুচন্দ্রের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। বেদান্ত-শ্রেণীতে ছাত্রের অল্পতাহেতু কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে তিনি কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।*

---

* সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ তারিখের পত্রে লেখেন :—

The Logic and Vedanta classes are not numerically attended, there are indeed but two scholars in the latter, and the Pundit will be usefully employed hereafter in instructing the pupils newly admitted to the study of Law for which he is well qualified

শম্ভুচন্দ্র জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাকশনের অনুজ্ঞাক্রমে সদানন্দ-কৃত 'বেদান্তসার' (রামকৃষ্ণতীর্থ-বিরচিত বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নাম্নী টীকাসহ) শোধনপূর্ব্বক ১৮২৯ সনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত, ইহার এক খণ্ড সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি।

১৮৪২ সনের আগষ্ট (?) মাসে শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বেতন ছিল ৯০৲।

শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর পর সংস্কৃত কলেজে স্বতন্ত্র বেদান্ত অধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন বেদান্ত-শ্রেণীতে মাত্র তিনটি ছাত্র ছিল। বেদান্ত-অধ্যাপকের পরিবর্ত্তে ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাস হইতে "পুরাবৃত্ত" পড়াইবার জন্য কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কলেজের প্রথমাবস্থায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। যে-সকল ছাত্র বেদান্ত পড়িতে ইচ্ছুক, কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে তাহাদের শিক্ষার ভারও কমলাকান্তের উপর ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত-শ্রেণী উঠিয়া যায়।

জ্যোতিষ-শ্রেণী

যোগধ্যান মিশ্র

১৮২৬ সনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য একটি নূতন শ্রেণীর পত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে স্থির হয়, এই শ্রেণীতে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজ-গণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য পরবর্ত্তী মে মাস হইতে যোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিতকে মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ২৭ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেব লেখেন :—

A mathematical Pundit upon the original plan may also be employed He [will] also receive the same salary as the other Professors and this branch of study must be imperative on all the Sahitya and Alankara pupils for one year at least A Pundit named Yogadhyana Misra is recommended by Mr Wilson as duly qualified for the office of Instructor

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যোগধ্যান মিশ্র দুই বৎসর উইলসন সাহেবের অধীনে গ্রন্থানুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে অন্যূন ২৩ বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্য্য যোগধ্যান মিশ্রের নিকট 'লীলাবতী' পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁহার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হোরেস হেম্যান উইলসন ও সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে পরীক্ষা করিয়া ৩০ জানুয়ারি ১৮২৭ তারিখে কর্ত্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট

দেন, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের নবপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষ-শ্রেণী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে :—

9 It will probably be in the recollection of the Committee, that the attempt to enforce the original rule of the College, which provided that the pupils of the Alankara and Sahitya classes should attend for a certain period, the arithmetical class, was violently opposed and was at one time likely to occasion the departure of a great number of the most promising scholars The opposition was overcome by temperate remonstrance and it will be gratifying to the Committee to find that this useful branch of science has been since cultivated with singular assiduity and success The pupils are 22 in number and most of them very far advanced They began their studies in last May prior to which they were ignorant of the simplest rudiments They have since gone through all the elementary rules through vulgar and decimal fractions, and two of them have acquired a considerable acquaintance with Plane figure or the Geometrical computation of heights and distances Their rapid progress we think is a strong evidence of the superiority of the Indian over the English method of studying arithmetic as well as of the abilities of the teacher and application of the scholars

বাংলা ও নাগরী অক্ষরে গ্রন্থমুদ্রণের সুবিধার জন্য যোগধ্যান মিশ্র কলিকাতা বড়বাজারে 'সারসুধানিধি' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

> বিজ্ঞাপন।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজারে পঞ্চানন-তলাতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধরের নূতন বাটীর পশ্চিমে শ্রীযুত লালা বাবু ক্ষত্রিয়ের ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটীতে শ্রীযুত যোগধ্যান মিশ্র সার সুধানিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে এবং ঐ আপীশে ভাল বাঙ্গলা ও নাগরি ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ·। ইতি ১৮২৯ সাল ২১ নবেম্বর। শ্রীযোগধ্যান মিশ্র।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮।

এই সারসুধানিধি যন্ত্র হইতে যোগধ্যান মিশ্র (হরচন্দ্র ও উলেষ্টন সাহেবের সহযোগে) 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা' দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির মুদ্রণকাল ১৮৪০ সন, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬৫, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড দেখিয়াছি।

যোগধ্যান মিশ্র অতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৯৮)

যোগধ্যান মিশ্র ২১ নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে কাশীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ১২ ডিসেম্বর ১৮৪৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী শিক্ষা-পরিষদ্‌কে এইরূপ লেখেন :—

I have the honor to forward for the information of the Council of Education, the accompanying note from Taranath Sarma, Professor of Grammar (1st Division) in this Institution, announcing the death of Yogadhyan Pundit the Professor of Jyotish at Benares which event occurred I understand on the 21st November, 1849.

সংস্কৃত কলেজে তাঁহার স্থলে প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন নিযুক্ত হন।* ১৬ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। তদবধি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, শ্রীনাথ দাস ইহার অধ্যাপনা করিতেন।

বৈদ্যক-শ্রেণী

খুদিরাম বিশারদ

১৮২৬ সনের শেষ ভাগে সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ পড়াইবার জন্য একটি বৈদ্যক-শ্রেণী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। খুদিরাম বিশারদ এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতন-বইয়ে প্রকাশ, তিনি ১৮২৬ সনের নবেম্বর মাস হইতে মাসিক ৬০৲ বেতন লইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক-শ্রেণী খোলা হয় ১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে—মাত্র ৭টি ছাত্র লইয়া। খুদিরাম এই শ্রেণীতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যহানির জন্য সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর ২৪ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখের পত্রে প্রকাশ :—

The Secretary to the Government Sanscrit College begs leave to suggest to the Committee the propriety of making some definitive arrangement with regard to the situation of Pundit of the Medical Class Khoodeeram, the present incumbent, was unable to attend the College during the greater part of last year in consequence of severe illness He has again been absent for some time past from the same cause, and the nature of his disease does not warrant the expectation that his health will ever be so far re-established as to enable him to discharge effectively the duties of his office It may also be remarked that the medical pupils are now far advanced beyond what their present Pundit can teach them which renders it the more imperative that a successor be permanently appointed Under these circumstances, the Secretary would recommend that Madhusudana Gupta, the head student of the Class, a zealous and intelligent young man who has always had charge of the class in the absence of his principal, and who is in every respect highly qualified for the situation, be nominated Medical Pundit in the room of Khoodeeram This arrangement to take effect from the 1st proximo

---

*প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র। ২০ ডিসেম্বর ১৮৪৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহাতে প্রকাশ :—

Priyanath Siddhantapanchanan has attended at the Sanscrit College for eight years one month and studied the following branches of Hindoo Literature and Science, viz, Rhetoric, Mathematics, Logic and Law At the time of leaving the College he held a senior scholarship of the first grade.

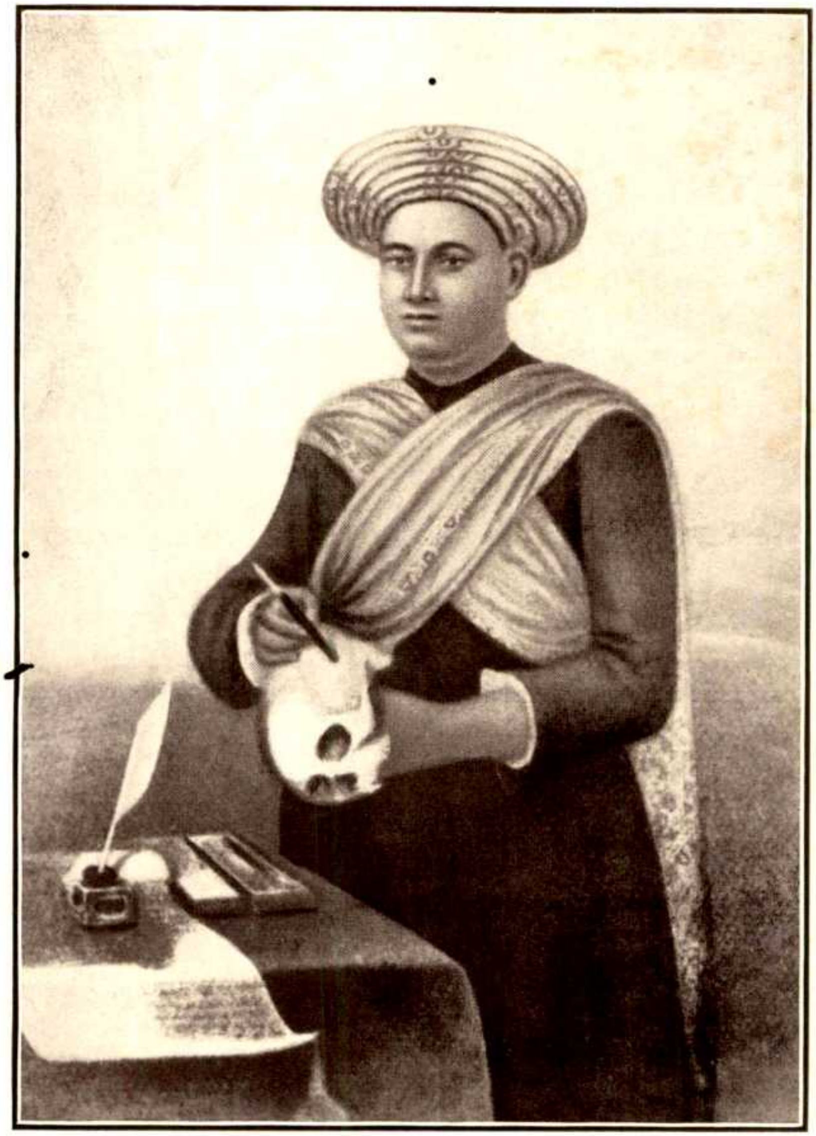

পণ্ডিত মধুস্থদন গুপ্ত

অতঃপর আমরা খুদিবাম বিশারদকে কলিকাতায বৈদ্যসমাজ স্থাপন করিতে দেখি। ১ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয়:—

বৈদ্য সমাজ।—আমবা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশাবদ যিনি পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যপণ্ডিত ছিলেন তিনি যত্নবান্ হইয়া ৬ শ্রাবণ বুধবাবে উক্ত সভা সম্পাদকত্ব ভাব গ্রহণপূর্ব্বক যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈববচন্দ্র বসুজেব দক্ষণ বাটীতে তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবি কবিবাজ মহাশয়েরা সমাগত হইয়া সভা শোভাকরণ দ্বারা আয়ুর্বেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলেব বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থ রূপ ঔষধ ও কোন দ্রব্যেব কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন...।

এই বৈদ্যসমাজ প্রসঙ্গে ১৩ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে আরও একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইল:—

বৈদ্য সমাজবিষয়।— ...গত ১৬ শ্রাবণ রবিবাব উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশাবদকর্তৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। সমাজেব চিবস্থায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্ম্ম সর্ব্বদা সুসম্পন্নজন্য নিয়মপত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্বিষয়ে যাঁহাব যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত কবিলেন। শুনিয়াছি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা কবিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য* নহেন কিন্তু তাঁহাব নানাবিষয়ে বিজ্ঞতা আছে এজন্য সমাজ স্থাপনেব রীতিনীতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম। সমাজেব অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা কবিতেছেন তাহাতে তাঁহাবদিগেব অধিকাব নাই যাহা হউক যাঁহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম্ম করুন্ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদেব উচিত যে স্থানে বোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইঁহাবা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজদ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগেব উপশান্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত কবান্ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেবা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদিদ্বাবা লোকসকল রোগহইতে মুক্ত হইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে।..

---

* ১৮১৯ সনে রামকমল সেন 'ঔষধসারসংগ্রহ' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ:—

ঔষধসাবসংগ্রহ অথবা সচরাচব ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় ইংলণ্ডীয় কোন বিজ্ঞ বৈদ্যেব সহকারিতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজী হইতে বাংলা ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত হইল কলিকাতা হিন্দুস্থানী প্রেস ১২২৬।

পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ:—

"ইদানীং ইংরেজের রাজ্যোন্নতি হইবাতে ইউরোপীয় চিকিৎসকের ব্যবসায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও ব্যাপক হইতেছে, আব হিন্দুব বৈদ্যক শাস্ত্রেব অনুশীলনার অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় অনেক বিশিষ্ট লোক ইংবাজী ঔষধ ব্যবহার কবিতেছেন, কিন্তু ইংরাজী বৈদ্যক গ্রন্থ এপর্য্যন্ত এ দেশের ভাষায় হয় নাই একাবণ তত্তদোষধেব তত্ত্বজ্ঞ ইঁহারা হইতে পারেন না, অতএব যে সকল [illegible] ব্যবহার্য্য, তাহাব নাম উৎপত্তি গুণ ও অধিকাব বাংলা ভাষায় সর্ব্ব [illegible]র নিমিত্তে প্রকাশ কবিলাম,...।"

মধুসূদন গুপ্ত

খুদিরামের স্থলে তখনকার বৈদ্যক-শ্রেণীর কৃতী ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩০ সনের মে মাস হইতে মাসিক ৬০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এক জন ছাত্রের অধ্যাপক-পদ প্রাপ্তিতে ছাত্র-মহলে প্রথমটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজ-সংলগ্ন ৬৫ নং (একতলা) বাড়ীতে একটি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রসঙ্গে রূপনারায়ণ ঘোষালকে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী উইলিয়ম প্রাইস সাহেবের ১১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

I have to acknowledge the receipt of your letter of the 21st September proposing terms of rent of the lower roomed house No 65, in the College Square required for the use of a Native Hospital and Dispensary and in reply to inform you that the Committee agree to the terms therein mentioned provided you keep the house in habitable repair after it has been repaired thoroughly by the Committee

It appearing that the premises do not belong to you the Committee require the original or an authenticated copy of the lease under which you have rented them

সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর ছাত্রেরা এই হাসপাতালে গিয়া সংস্কৃত কলেজের মেডিক্যাল লেকচারার—জে. গ্রাণ্টের বক্তৃতা শুনিত।

কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৩৫ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণী লোপ পাইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের মাহিনার হিসাব-বইয়ে প্রকাশ, মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত সহি করিয়া বেতন লইয়াছিলেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৪৯ সনে "লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্পাবলী শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে কলিকাতার রাজকীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শ্রীমধুসূদন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিতা" হইয়া প্রকাশিত হয়।

১২৫৯ সালে মধুসূদনের "এনাটোমী অর্থাৎ শারীর বিদ্যা, ১ম ভাগ" প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫৬ সনের শেষ ভাগে মধুসূদন গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ২৪ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমরা অতি দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বহু কালের মেডিকেল কালেজের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার প্রাচীন অধ্যাপক বাবু মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় জ্বর রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কীথ ডক্টর থিব. সাহেবের জল্পনায় বিশ্বাস করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। ডক্টর থিব. বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে যে যে জ্যোতিষিক প্রমাণ খণ্ডন করিতে গিয়াছেন, সে সে ক্ষেত্রেই ঋজুপথ ত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা পণ্ডিতদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমকালীন ও খ্রি-পূ ৮০০ অব্দের কালে প্রণীত। ইহার চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ঋগ্‌বেদ। বৈদিক কৃষ্টির সীমা লঙ্ঘিত হইল না। কারণ, তাঁহাদের বিবেচনায় ঋগ্‌বেদ ইহার অধিক প্রাচীন হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রথমে এই প্রতিজ্ঞা, পরে তদনুরূপ ব্যাখ্যা। তাঁহাদের মত স্বীকার করিলে বলিতে হয়, সেকালের ঋষিগণ কেবল পুথী লিখিতেন, প্রতি শতবর্ষে এক একখানা বৈদিকগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পুরাণবিৎ সুধাইতেছেন, কবে ভারত-যুদ্ধ হইল, কবেই বা রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি চির-খ্যাত রাজন্যবর্গ রাজ্য করিয়াছিলেন ?

দ্রষ্টব্য ঃ—এই সংখ্যায় প্রকাশিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" প্রবন্ধের ২৪৬ পৃষ্ঠায় শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির মৃত্যু-তারিখ "১৮৪২ সনের আগষ্ট (?)" এইরূপ দেওয়া হইয়াছে, উহা "১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর" হইবে।— General Report of the late General Committee of Public Instruction for 1840-41 and 1841-42, p 126*n* দ্রষ্টব্য।

২৪৭ পৃষ্ঠায় যোগধ্যান মিশ্র-প্রকাশিত 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা'র প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে "১৮৪০ সন" মুদ্রিত হইয়াছে; উহা ১৮৩৯ সাল হইবে। 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা' হটনের ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত।

২৫০ পৃষ্ঠায় মধুসূদন গুপ্তের রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন কাগজপত্র-পাঠে আরও জানা গিয়াছে, তিনি সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর জন্য হুপারের একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এই অনূদিত গ্রন্থ যে ১৮৩৫ সালে মুদ্রিত হইতেছিল, তাহা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী—ট্রয়ারকে ১৬ জানুয়ারি ১৮৩৫ তারিখে লিখিত জন্ টাইটলার সাহেবের পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা হইবে ঃ—

3. The Pandit of the class Modhusudan Gupta informs me that he is now engaged in the publication of a translation into Sanscrit of Hooper's *Anatomists' Vade-mecum*,…

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—২

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলঙ্কার-শ্রেণী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৬০৲ বেতনে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি এই পদে তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতনের হিসাব-বইয়ে প্রকাশ, তিনি ১৮২৭ সনের মে মাস পর্য্যন্ত সহি করিয়া ৮০৲ বেতন লইয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ২৮ জুলাই ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

> শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুর আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন···।—'সমাচার চন্দ্রিকা'।

নাথুরাম শাস্ত্রী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার পদত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর গমন করিলে তাঁহার স্থলে ১৮২৭ সনের জুলাই মাস হইতে গুজরাটী পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রী অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি তৎপূর্ব্বে কিছু দিন কাশী সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ২৪ জুলাই ১৮২৭ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেব শিক্ষা-বিভাগকে লিখিয়াছিলেন :—

. . . . . Kamalakanta the Professor of Rhetoric in the Sanskrit College, has been appointed Law Pundit of the Zillah Court of Midnapoor.

In order to supply the vacancy thus occasioned in the establishment, the Secretary begs to propose Nathu Rama a Pundit of considerable abilities for the office, as a fit person to succeed to the appointment, and in the meantime he has been directed to take charge of the class, until the pleasure of the Committee is known.

The individual in question was in the College of Benares, where he bore a high character. He lost his appointment there, in consequence of exceeding his leave of absence, which it subsequently appeared was owing to family distresses, and not to any improper neglect.

বেদান্তশাস্ত্রেও নাথুরাম ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে বেদান্ত পড়াইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তাঁহার সম্পাদিত সভাষ্য ন্যায়দর্শনে নিজ পরিচয় বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন :—

বেদান্তাদীনি শাস্ত্রাণি নাথুরামস্য শাস্ত্রিণঃ।
সকাশাদাপ্তবানস্মি পুরা গুর্জ্জরবাসিনঃ॥

অধ্যাপক হিসাবে নাথুরামের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় নাথুরাম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

> সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত এক জন না এক জন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র।···শুনিয়াছি, তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৯৮।

সংস্কৃত কলেজের যে-তিন জন পণ্ডিত রঘুবংশের টীকা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—গোবিন্দরাম উপাধ্যায়, নাথুরাম শাস্ত্রী ও প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন (পরে 'তর্কবাগীশ')। রঘুবংশের এই টীকা ১৮৩২ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল।* গ্রন্থশেষে একটি শ্লোকে টীকাকারদের নাম দেওয়া আছে। শ্লোকটি এইরূপ :—

কৃত্বা কিঞ্চিদ্রামগোবিন্দসূরৌ
নাথুরামপ্রাজ্ঞবর্জ্জ্যেপ্যনল্পং।
যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনিনায়॥

ইহা ছাড়া, ১৮২৯ সালে জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় নাথুরাম আর একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা মম্মটাচার্য্য-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ'।

১৮৩১ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিবার পর নাথুরাম অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তিনি ছয় মাসের ছুটি লইলে সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র প্রেমচাঁদ ন্যায়রত্ন (পরে তর্কবাগীশ) সেপ্টেম্বর মাস হইতে নাথুরামের স্থলে অস্থায়িভাবে অধ্যাপক নিযুক্ত

* The Raghu Vansa, or Race of Raghu, A Historical Poem, By Kalidasa. A Prose Interpretation of the Text, By Pundits of the Sanscrit College of Calcutta. Prepared and Printed under the authority of the Committee of Public Instruction. Calcutta: Printed at the Education Press, Circular Road; and sold at the Depository, Pataldanga. 1832. (Pp. 638).

সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড আছে।

হন। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখে কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—

The Secretary begs to submit to the Committee of the Sanscrit College an application from Nathuram the Pandit of the Alankara Class, requesting 6 months leave of absence on account of his health, which for some time past has beeh in a declining state, with the sanction of the Committee, the Secretary proposes to appoint Premchand a young man of very considerable attainments, and who is the most distinguished scholar in the College, to take charge of the Alankara Class during the absence of Nathuram.

পর বৎসর—১৮৩২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নাথুরামের মৃত্যু হয়। ৮ মার্চ ১৮৩২ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী লেখেন :—

The Secretary to the Government Sanscrit College requests to inform the Committee that accounts have been received of the death of Nathuram, late Pundit of the Alankara Class who was permitted to proceed on leave of absence on account of his health in September last . . . . .

Premchand has been acting as Pundit of the Alankara class since Nathu Ram's departure on leave and as it appears from the accompanying memorandum of the late Secretary that his qualifications are superior to those of the other candidate, the Committee will probably think proper to appoint him permanently to the vacant office.

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ

১৮০৫ সালে (২ বৈশাখ ১৭২৭ শকাব্দ) বর্দ্ধমান-রাজ্যের অন্তর্গত দামোদর নদের পশ্চিমে শাকরাঢ়া বা শাকনাড়া গ্রামে প্রেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ। নৈষধচরিতের টীকার শেষে প্রেমচন্দ্র এই ভাবে পিতৃপরিচয় দিয়াছেন :—

রাঢ়ে গাঢ়প্রতিষ্ঠঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শাকরাঢ়ানিবাসী
বিপ্রঃ শ্রীরামায়ণ ইতি বিদিতঃ সত্যবাক্ সংযতাত্মা।

তিনি দেশে জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে কয়েক বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তৎপরে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে দর্শনাদি শাস্ত্র পড়িতে অভিলাষী হইয়া এখানে আগমন করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র পাঠে জানা যায়, তিনি সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই শ্রেণীতে তখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার অধ্যাপনা করিতেন। প্রেমচন্দ্র ১৮২৭ সালের আগষ্ট হইতে ১৮২৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই শ্রেণীতে ছিলেন। সাহিত্য-শ্রেণীর পর তিনি অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই শ্রেণীতে তিনি নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮২৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করেন। অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তথায় ১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অলঙ্কারের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী অসুস্থ হইয়া ছয় মাসের ছুটি লইলে, ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রেমচন্দ্র অস্থায়িভাবে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন; তিনি তখনও ন্যায়-শ্রেণীর এক জন ছাত্র। পর-বৎসর (১৮৩২) ফেব্রুয়ারি মাসে নাথুরামের মৃত্যু হইলে প্রেমচন্দ্রই ঐ পদে পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ন্যায়-শ্রেণী হইতে অধ্যাপক-পদে উন্নীত হওয়ায় অধ্যাপকেরা না কি তাঁহাকে "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" নামে ডাকিতেন। তিনিও "প্রেমচন্দ্র শর্ম্মা" বা "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" নামে স্বাক্ষর করিতেন। ১৮৩৫ সালের জুন মাসের মাহিনা লইবার সময় তিনি মাহিনা-বইয়ে সর্ব্বপ্রথম "প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ" নাম স্বাক্ষর করেন।*

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ তারিখে প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

No. 33.

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Premchandra Nyayaratna has attended at the Government Sanscrit College for four years six months and studied the following branches of Hindoo Literature

Poetry, Rhetoric, Law and Logic,

that he has attained very considerable proficiency on the subject of these studies and that he conducted himself well.

Fort William

20th February 1832.

H. Shakespear
G. Saunders
W. W. Bird
G. A. Bushby
H. H. Wilson
Members, General Committee of Public Instruction.

H. Todd
Secretary.

প্রেমচন্দ্র ৩১ বৎসর ৯ মাস অতীব সুনামের সহিত সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি ৬ অক্টোবর ১৮৬৩ তারিখে "বার্দ্ধক্য, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য" কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেন্‌সনের আবেদন করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর, ৫ মাস, ২০ দিন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল প্রেমচন্দ্রের আবেদন-পত্র শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে পাঠাইয়া, নিজে যে সুপারিশ-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রেমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

* কিন্তু ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত 'নৈষধচরিতে' তাঁহার নাম "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" দেওয়া আছে। ইহার কারণ বোধ হয়, গ্রন্থের মুদ্রণারম্ভকালে তিনি "ন্যায়রত্ন"ই ছিলেন। গ্রন্থখানির আখ্যা-পত্রে প্রকাশ,

Commenced under the auspices of the General Committee of Public Instruction; Transferred to the Asiatic Society with other unfinished Oriental works in 1835; and completed by the Asiatic Society in 1836.

October 29, 1863

To

The Director of Public Instruction.

Sir,

I have the honor to forward an application for pension from Pundit Prem Chandra Tarkavagish, the Professor of Rhetoric in the Sanskrit College. He was originally appointed to this post by the late Professor Wilson, and has discharged its duties in a very able manner. He has also written a series of commentaries on various difficult Sanscrit classics which are well known to Oriental scholars in Europe and have reflected honor on the Institution to which he belongs. In these works he has not merely edited a correct text from a collation of MSS. but has accompanied it by an original commentary, and in this kind of labor he is quite unrivalled among the modern Pundits of Bengal. I know of no Pundit who has an equal power of writing elegant Sanscrit poetry and prose. Among the Sanscrit classics which he has edited and explained I would particularly name the following :

The Raghuvansa of Calidas

The Purva Naishadha of Sri Harsha (one of the six so called "great poems" of the Hindus)

The Raghava Pandaviya by Kaviraja

The Sakuntala, a drama by Calidas

The Anargha Raghava, a very difficult drama by Murari

The Uttara Ramcharita, a drama by Bhavabhuti

The Kavyadarsa, an old work on Rhetoric by Dandi—this last work was published in the Bibliotheca Indica of the Asiatic Society.

I think I am justified in saying that a career of literary activity like this, in a man whose daily duties at the College took up much of his time and energies, is not very common in this country, and I do hope that Government may see fit to express its approbation of such well employed native scholarship by some extra reward in addition to the pension he applies for.

If it is possible, I would respectfully request that he be allowed a retiring pension of two-thirds. His salary has been only ninety Rupees until the last two or three months, so that this would only involve an additional payment of 15 Rupees per mensem. Should this be unpracticable, then might I be allowed to suggest that in addition to the pension of one half, he might perhaps be allowed a sum say of 1,000 Rupees from the large surplus of the College allowance in part years as an acknowledgment of the value of his original labors in Sanscrit literature.

I have etc.
Edwd. B. Cowell
Principal, Sanscrit College.

কিন্তু বঙ্গের ছোটলাট প্রেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে পেন্‌সনের নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম করিতে সম্মত হন নাই ; তিনি তর্কবাগীশকে মাসিক ৫০৲ পেন্‌সন মঞ্জুর করেন। প্রেমচন্দ্র ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্থলে পরবর্ত্তী ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নিযুক্ত হন।

শেষজীবনে প্রেমচন্দ্র কাশীবাস করিয়াছিলেন। তথায় ২৫ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে ওলাউঠায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রথম জীবনে প্রেমচন্দ্র রীতিমত বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার কিছু দিন পরেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গুপ্ত-কবি ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র শিরোদেশে যে দুইটি শ্লোক শোভা পাইত, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশই তাহা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

। সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
। উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ।

।···। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্‌ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।···।
।···। অদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসং।···।

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রেমচন্দ্রের অনেক বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

> শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত শ্লোকদ্বয়, অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে।

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের জন্য তিনি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকেও একটি কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ১৮ মার্চ ১৮৪৫ তারিখ হইতে এই কবিতাটি 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠদেশে মুদ্রিত হইত :—

ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্য নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।

১৮৫৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি 'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তাহার শিরোভাগে "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রাভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তাহাও প্রেমচন্দ্রের রচনা।

প্রেমচন্দ্র এক জন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা-পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।" প্রেমচন্দ্র-রচিত কবিতার অনেকগুলি তাঁহার ভ্রাতা রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় 'প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত' (৪র্থ সংস্করণ) পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, এইচ. এইচ. উইল্‌সন সংস্কৃত কলেজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি যত দিন এদেশে ছিলেন, তত দিন সংস্কৃত কলেজের গৌরবের দিনই ছিল। তিনি স্বদেশ-যাত্রা করিলে, মেকলে-প্রমুখ সাহেবেরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় প্রেমচন্দ্র বিলাতে উইল্‌সন সাহেবকে যে শ্লোকটি রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ।

—কলিকাতা নগরীতে গোলদীঘির বহুবিটপি-শোভিত তটদেশে সংস্কৃত-পঠনগৃহ নামে একটি কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ নিঃসঙ্গ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সংপ্রতি মেকলে নামক ব্যাধরাজ তীক্ষ্ণ শর ধারণ করিয়া, ভীতচিত্ত সেই কুরঙ্গকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সেই কুরঙ্গ সাশ্রু নয়নে বলিতেছে,—ভো ভো মহাভাগ উইলসন, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

উত্তরে উইল্‌সন সাহেব যে শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্‌বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে।

—নিরন্তর বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা সন্তপ্ত, সতত ছাগ প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও কোদাল দ্বারা পরামৃষ্ট হইয়াও কৃশকায় দূর্ব্বা মরে না; কেন না, দুর্ব্বলের প্রতি বিধাতার কৃপা বর্ষিত হইয়া থাকে।

উপরের শ্লোক দুইটি হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁহার স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত করিয়াছেন ('প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩২, পৃ. ৬৪৭)। কবিরত্ন মহাশয় প্রেমচন্দ্র সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন :—

তিনি যোগসাধন করিতেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আসন হইতে একটু উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন তাহাও আমরা ভগ্ন জানালা দিয়া দেখিয়াছিলাম। তাঁহার অনুবৃত্তি করিয়া বিদ্যাসাগর, শ্রীশ বিদ্যারত্ন ও আমার পিতৃদেব [গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন] ঠন্‌ঠনিয়ার ৺কালীতলা হইতে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কলেজে যাইতে আরম্ভ করেন। প্রায় ৬ মাসে ৫ মিনিট বন্ধ করিতে পারিতেন। তিনি এক বৎসরে সমগ্র সাহিত্য-দর্পণ শেষ করিয়া দিতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় নয়খানি নাটক পড়াইতেন।...ইহা ছাড়া প্রতি শনিবার আমাদিগকে এক-একটি সমস্যা দিতেন। ঐ সমস্যা আমরা সোমবারে পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিতাম। (পৃ. ৬৪৯)

সংস্কৃত রচনার জন্যই প্রেমচন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

১। **রঘুবংশের টীকা**। ১৮৩২।

ইহার কথা নাথুরাম শাস্ত্রীর প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

২। **নৈষধচরিতং**। পূর্ব্বভাগঃ। শ্রীপ্রেমচন্দ্রন্যায়রত্নবিরচিতান্বয়বোধিকাসমাখ্য-টীকাসহিতঃ। ১৮৩৬। পৃ. ৯১৩।

৩। **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**। ১৮৩৯।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৮১ শকে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুস্তকের বিজ্ঞাপনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব লিখিয়াছেন :—

NOTICE.

The present edition of Sakuntala has been prepared by Pundit Prem Chunder Tarkabagish, the learned professor of Rhetoric in the Government Sanskrit College of Calcutta. A few copies have been printed for European Scholars, as it was thought that an edition of the Gauriya recension, prepared by an eminent Pundit, might be acceptable in Europe where this recension has been hitherto known only by Chezy's very imperfect work.

Calcutta, Edw. B. Cowell,
March. 7. 1860. Acting Principal, Sanskrit College.

৪। **রাঘবপাণ্ডবীয়ম্**। কবিরাজপণ্ডিতবিরচিতম্। শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্য বিরচিতয়া কপাটবিপাটিকাখ্যয়া টীকয়া সহিতম্। ১৮৫৪। পৃ. ৪৩৫।

৫। **অষ্টম কুমার**।

আমি ইহা দেখি নাই। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। সমুদায় গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। পরে কাপ্তেন মার্সেল সাহেব ও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে অষ্টমাদি সর্গ-সহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হইলে তর্কবাগীশ উহার টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই টীকাসহ অষ্টম সর্গ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। আদর্শখানি অপরিশুদ্ধ এবং নবম আদি সর্গের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদাসপ্রণীত কি না সন্দেহ করিয়া অবশিষ্ট অংশে হস্তার্পণ করেন নাই।"—জীবনচরিত, পৃ. ১০৩-০৪।

৫। **অনর্ঘরাঘবং নাম নাটকং**। শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত বিষমপদ-ব্যাখ্যাসহিতং। শকাব্দাঃ ১৭৮২। ইং ১৮৬০। পৃ. ২৪১। (বঙ্গাক্ষরে)

৬। **সপ্তশতীসার নামক দেবীমাহাত্ম্য**। শকাব্দাঃ ১৭৮০। পৃ. ১২।

বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এই পুস্তকখানির প্রারম্ভে প্রেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

এতদ্দেশে পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের প্রচার ছিল না প্রায় পঞ্চদশবৎসরের অধিক কাল হইল পঞ্চনদদেশহইতে একজন বহুদর্শি পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তিনি এতদ্দেশীয় কোন ধনিলোকের স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে উক্ত স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন তাহাতে তিনি যশস্বীও হইয়াছিলেন তিনি উক্ত স্তোত্রের মাহাত্ম্য এরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন যে এই স্তোত্র পঞ্চনদাদি দেশে মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সপ্তশতীস্তোত্রের তুল্য আদরণীয়, ইহা যে ভগবন্মহাদেবপ্রণীত ইহাতে কোন ব্যক্তিই সন্দেহ করে না ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্তোত্র পাঠ করিয়াই অসামান্য প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। পরে কোন মান্য ব্যক্তি ইহার টীকা করিতে আমাকে অনুরোধ করেন আমি যথাবুদ্ধি টীকা করিয়াছি সংপ্রতি তৎসহিত উক্ত সপ্তশতীসার মুদ্রিত হইল প্রার্থনা যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাতে নয়নার্পণ করেন ইতি। (শ্রীপ্রেমচন্দ্রশর্ম্মণঃ)।

৭। **মুকুন্দমুক্তাবলীনামকং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং চাটুপুষ্পাঞ্জলিনামকং শ্রীরাধা-স্তোত্রঞ্চ**। শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতং। ময়মনসিংহনিবাসি শ্রীযুত হরমোহনরায়-

শর্ম্মানুরোধপ্রবৃত্ত শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃতটীকাসহিতং। শকাব্দাঃ ১৭৮১। পৃ. ২২+১২। (বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত)

৮। **উত্তররামচরিতম্‌**। মহাকবি শ্রীভবভূতি বিরচিত। শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকৃত সংক্ষিপ্তটীকাসহিত। Edited at the request of Edward B. Cowell, M. A., Principal of the Sanskrit College of Bengal. শকাব্দাঃ ১৭৮৩। ইং ১৮৬২। পৃ. ১৭৭।

৯। **কাব্যাদর্শ**। মহাকবি শ্রীদণ্ড্যাচার্য্য বিরচিত। শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যবিরচিত মালিন্যপ্রোঞ্ছনী নামক টীকাসহিত। ইং ১৮৬২-৬৩। Bib. Indica.

১০। **সমস্যাকল্পলতা**। ১৩০৭। পৃ. ১১২+৯।

১৭৬৭ শক (=ইং ১৮৪৫) হইতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সময়ে সময়ে পূরণার্থ কতকগুলি সমস্যা দিতেন। এই সমস্যা পূরণের জন্য যে-সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহা একটি পুস্তকে লিখিত হইত। এই পুস্তকের নাম 'সমস্যাকল্পলতা'। জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রেমচন্দ্রের অনেক কবিতা আছে।

পুরাবৃত্ত-শ্রেণী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

ছাত্রাভাবে বেদান্ত-শ্রেণী লোপ পাইলে ১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখ হইতে সংস্কৃত কলেজে 'পুরাবৃত্ত' নামে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৮০৲ বেতনে এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যালঙ্কার প্রথমে সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন; ১৮২৭ সালে এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত হন—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তৎপরে তিনি কিছু দিন এশিয়াটিক সোসাইটিতেও পণ্ডিতের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ১৮৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পুরাবৃত্ত-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পীড়িত হইয়া ৮ই অক্টোবর তারিখে দেহত্যাগ করেন।* সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীও লুপ্ত হয়।

* *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces,*....for 1843-44, p. 34.

দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারিয়াছি, নাথুরাম শাস্ত্রী জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় ১৮২৮ সালে বিশ্বনাথ-রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের একাধিক খণ্ড আছে।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকাধ্যক্ষ

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে একটি পুস্তকাগার ছিল। এই পুস্তকাগারে মুদ্রিত পুস্তক ছাড়া হস্তলিখিত বহু মূল্যবান্ পুথিও সংগৃহীত হইয়াছিল। এখনকার ন্যায় তখনও পুস্তকাগারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক জন পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন। খ্যাতনামা পণ্ডিতেরাই এই পদে নিযুক্ত হইতেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার

১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হয়। ১১ই জানুয়ারি তারিখ হইতে মাসিক ৬০৲ বেতনে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

লক্ষ্মীনারায়ণের পিতার নাম গদাধর তর্কবাগীশ। গদাধর ১৮০৫ সনের নবেম্বর-মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ২১ মে ১৮৩০ তারিখ হইতে তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ পেন্সন দিবার ব্যবস্থা হয়, এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর। পেন্সনের টাকা তিনি কটক কালেক্টরীর খাজানাখানা হইতে মাসে মাসে লইবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।* ইহা হইতে মনে হয়, গদাধর উৎকল-নিবাসী ছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাহার পর তিনি পূর্ণিয়া জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত হন। তিনি এই পদে অনেক দিন যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এক জন পত্রপ্রেরক লেখেন :—

> শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল পূরণিয়া জিলায় থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত অধিকন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল সদর আমীনের বেতন মাত্র প্রাপ্ত হন…।

লক্ষ্মীনারায়ণ স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে; আমরা যতগুলির সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহাদের তালিকা দিলাম :—

(১) **দায়াধিকারিক্রমদত্তকৌমুদী**। ১৮২২ সন। (সংস্কৃত শ্লোক ও পয়ারে বঙ্গানুবাদ সহ)

---

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Dept. Miscellaneous No. 571,* p. 49.

(২) **মিতাক্ষরা দর্পণ।** ১৮২৪। পৃ. ৪৩৬।

(3) *Daya Krama Sangraha,* A Compendium of the Order of Inheritance, by Krishna Terkalankara Bhattacharya. *Daya Tatwa,* a Treatise on the Law of Inheritance, by Raghunandana Bhattacharya. *Vyavahara Tatwa,* A treatise on Judicial Proceedings, by Raghunandana Bhattacharya. 1828.

তিনখানি পুস্তক একত্রে বাঁধা ও প্রকাশিত। সমগ্র অংশ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত।

(4) *Dayabhaga,* or Law of Inheritance, by Jimutavahana, with a commentary by Krishna Terkalankara. 1829.

(5) *The Mitakshara:* A Compendium of Hindu Law; by Vijnaneswara. Founded on the text of Yajnawalkya. The Vyavahara Section, or Jurisprudence. 1829.

(৬) **হিতোপদেশ।** ১২৩৭ সাল (= ১৮৩০)। পৃ. ৫১৪।

শ্লোকগুলি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত; বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ-সম্বলিত।

(৭) **ব্যবস্থারত্নমালা।** ১৭৫২ শক (= ১৮৩০)। পৃ. ১৩০।

(৮) **কবিকল্পদ্রুম।** বোপদেবকৃত ধাতুপাঠঃ দুর্গাদাসকৃতা ধাতুপাঠদীপিকা চ। ১৭৫২ শক, ২ পৌষ।

(৯) **কবিরহস্যং**—হলায়ুধ। ১৭৫২ শক।

(১০) **ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান।** সম্বত ১৮৯৫, আষাঢ় ১০ (= ১৮৩৮), পৃ. ৩৬।

"ব্যবহার বিচারোপযোগি পারস্য শব্দের সাধুগৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদ।"

১৮৩০ সনের মাঝামাঝি লক্ষ্মীনারায়ণ 'শাস্ত্রপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ১৮৩১ সনের মার্চ মাসে তিনি পূর্ণিয়া আদালতের জজ-পণ্ডিত হইলে 'শাস্ত্রপ্রকাশে'র প্রচার বন্ধ হইয়াছিল। 'শাস্ত্রপ্রকাশ' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাধব রাও

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের শূন্য পদে তাঁহার সহকারী মাধব রাও, এবং চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন যুগ্ম-পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উভয়েরই বেতন মাসিক ৩০৲ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ১৬ মার্চ ১৮৩১ তারিখে কর্ম্মে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে ১১ মার্চ ১৮৩১ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেবের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

The Secretary of the Sanskrit College begs to apprize the Committee that Lakshminarayan, the Librarian of the Institution, has been appointed Law Pundit of the Zillah Court of Purneah.

In order to supply the vacancy thus occasioned in the establishment, the Secretary would propose that Madhava Rao, the present assistant Librarian, and one of the former pupils of the College, who has passed through it with credit Chaturbhuja, be appointed Joint Librarians the salary of the Librarian being divided equally between them or 30 Rupees a month each.

11 March 1831.

Wm. Price
Secretary.

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিবাস আটপুর; তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ২ মার্চ ১৮২৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহাতে প্রকাশ, তিনি কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঁচ বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র রীতিমত ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ৬ এপ্রিল ১৮৩৬ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে সংস্কৃত কলেজে যুগ্ম-পুস্তকাধ্যক্ষের পদ লোপ পায় এবং মাধব রাওই পুস্তকাধ্যক্ষ থাকেন।

মাধব রাও সংস্কৃত কলেজের এক জন প্রাক্তন ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর একখানি পত্রে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২) তাঁহার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে প্রকাশ:—

...his general knowledge of Sanscrit books and his particular acquaintance with the various alphabets of India are best known to you. His former good conduct under Colonel Mackenzie and since he has been employed in the College, his great age, and the miserable dissoluteness to which he would find himself reduced by the loss of his situation far from his native place which is Tellicherry on the Malabar Coast ...

মাধব রাও অনেক দিন পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ৭ জুলাই ১৮৪৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নীলমাধব শর্ম্মা

মাধব রাওয়ের স্থলে ১ আগষ্ট ১৮৪৪ তারিখ হইতে নীলমাধব শর্ম্মা মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১ আগষ্ট ১৮৪৪ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্তের পত্রে প্রকাশ:—

F. J. Mouat Esq.
Secy. to the Council of Education.

Sir,

I beg to report that in conformity to the orders of the Council of Education Nilmadhav Sarmana has been this day appointed Librarian of

the Sanscrit College in the room of Madhavam Rao deceased, on a salary of thirty Company's Rupees per month. I have etc.

Calcutta Sanscrit College, Russomoy Dutt,
The 1st August 1844. Secy. Sanskrit College

নীলমাধব অল্প দিনই এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্ত্তী ৯ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

নীলমাধব শর্ম্মার মৃত্যু হইলে তাঁহার শূন্য পদে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৬ই নবেম্বর ১৮৪৪ তারিখে মাসিক ৩০৲ বেতনে পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। তিনি এই প্রতিষ্ঠান হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ :—

....Dwarakanath Vidyabhusan ... studied for twelve years seven months .... Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic, Logic, Theology, Law and English .... "On quitting the College he held a Senior Scholarship of the first grade. He left the College in January 1844.

Fort William
1st January 1845.

১৩ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে কাজ করিবার পর দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

দ্বারকানাথের পর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে মাসিক ৩০৲ বেতনে গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের এক জন প্রাক্তন ছাত্র।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ২৪-পরগণার অন্তঃপাতী রাজপুর গ্রামে গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। কলিকাতায় তাঁহার পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাঠী ছিল। গিরিশচন্দ্র ৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পিতার নিকট আগমন করেন। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাঠীতে আসিয়া নানা গল্প করিতেন।* তাঁহারই প্রস্তাবে বিদ্যাবাচস্পতি গিরিশচন্দ্রকে

* গিরিশচন্দ্র স্বরচিত "বাল্যজীবনে" তর্কবাগীশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"হালিসহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।··· গঙ্গাধর ৪০৲ টাকা বেতন পাইতেন এবং কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার

সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিতে দেন। এই প্রতিষ্ঠানে ১২ বৎসর ৫ মাস রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া গিরিশচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 125
Government Sanscrit College of Calcutta

We hereby certify that Greesh Chunder Bedyaratna has attended at the Government Sanscrit College for 12 years 5 months and studied the following branches of Hindoo Literature Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic, Logic, Theology and Law, that he has attained considerable proficiency on the subject of these studies and that he conducted himself well. On quitting the College he held the Senior Scholarship of 2nd grade and was adjudged entitled to a first grade Senior Scholarship at the time of quitting the College in January 1844.

Fort William
1st Jany. 1845.

C. H. Cameron
F. Millett
Charles C. Egerton

James Alexander
F. J. Mouat
Raja Radhakanta Deb
Russomoy Dutt.

Members Council of Education.

Russomoy Dutt
Secretary.

১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে গিরিশচন্দ্র পঞ্চম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র ৩৭ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিন সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চাকুরি-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
পুস্তকাধ্যক্ষ ও ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৩০৲	১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫—১১ নবেম্বর ১৮৫১
৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৪০৲	১২ নবেম্বর ১৮৫১—১৪ জুন ১৮৫৫
৩য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৪৫৲	১৫ জুন ১৮৫৫—৩১ মার্চ ১৮৬০
২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৫০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০—১১ জুন ১৮৬৩
ঐ	৬০৲	১২ জুন ১৮৬৩—২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪
সংস্কৃত, অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	৭৫৲	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬
ঐ	৮০৲	১ মার্চ ১৮৬৬—৩০ জুন ১৮৭৩
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক	১০০৲	১ জুলাই ১৮৭৩—১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	১৫০৲	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪—৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখ পর্য্যন্ত চাকরি করিয়া গিরিশচন্দ্র পর-বৎসরের ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে পেন্সন গ্রহণ করেন। তাঁহার পেন্সনের পরিমাণ ছিল ৭৫৲ টাকা। ৩ ডিসেম্বর ১৯০৩ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পুত্র গোবিন্দ বাস করিতেন। ঐ গোবিন্দ সংস্কৃত কালেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১২ বৎসরের পর শিরোমণি উপাধি পাইয়া তৎকালে স্থাপিত জেলা হুগলীর কালেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"— '৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত'—হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৯০৯), পৃ. ৯।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র (৪৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৯-৮০) আলোচনা করিয়াছি।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প দিন পরে ১৯০৯ সনে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার যে 'জীবন-চরিত' প্রকাশ করেন, তাহাতে "পিতৃদেবের গ্রন্থ" সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত কালেজে চাকরি করিবার সময় পিতৃদেব কতকগুলি সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন। ঐগুলি "সমস্যাকল্পলতা" নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।···

পিতৃদেব কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, আর কতকগুলি গ্রন্থ টীকাসমেত প্রকাশ করিয়াছেন। ইং ১৮৫২ সালে মল্লিনাথ-কৃত সঞ্জীবনীটীকাসমেত সমগ্র "রঘুবংশ" প্রকাশিত করেন···। পরে ইং ১৮৫৬ (সন ১২৬৩) সালে আশ্বিন মাসে সংস্কৃত দশকুমার-চরিতের বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। "বিধবা বিষম বিপদ্" নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক—বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় বিধবাবিবাহ-প্রচলনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময়—(ইং ১৮৫৮ সালে) রচনা করেন। পরে ইং ১৮৬০ (১৭৮২ শাক) সালে বৈশাখ মাসে "শব্দসার" নামক একখানি ব্যুৎপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাংলা অভিধান প্রকাশ করেন। "উৎকর্ষবিধান" নামে একখানি বালকপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক ইং ১৮৭০ (সন ১২৭৭) সালে শ্রাবণ মাসে প্রণয়ন করেন। ইং ১৮৭১ সালে জানুয়ারি মাসে "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ" সরল টীকা, পদার্থ, শব্দ ও ধাতুসাধন এবং পাণিন্যাদি ব্যাকরণের সূত্রোল্লেখসমেত প্রকাশ করেন। প্রথমশিক্ষার্থী বালকদিগের জন্য "মুগ্ধবোধসার" নামক একখানি ব্যাকরণও ইং ১৮৮০ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। "কাদম্বরী কথা" সরল-টীকা-সম্বলিত উত্তরভাগ ইং ১৮৮৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ও পূর্ব্বভাগ ১৮৮৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন। উত্তরভাগটী বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য হওয়াতে উহা প্রথমেই প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম্, এ, পরীক্ষার্থ সংস্কৃত দশকুমার-চরিত হইতে একটী সংগ্রহ করিয়া ইং ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত করেন। উহা চারি বৎসর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে।···

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, পিতৃদেবের চক্ষুতে হানি পড়িয়াছিল। পরে যখন তিনি চক্ষু পুনর্লাভ করেন, তখন স্বহস্তে ভগবদ্গীতাখানি লিখিয়াছিলেন, এবং "শ্রীকৃষ্ণাষ্টক" নামে ৮টী শ্লোকও রচনা করেন।

পেন্‌সন লইবার পর পিতৃদেব আরও ২খানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১ম—মনুসার, ২য়—কাশীখণ্ডসার। (পৃ. ২৬-২৭)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পর কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ হন। তিনি ১২ মার্চ ১৮৪৭ তারিখে মাসিক ৪০৲ বেতনে ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বয়স অধিক হওয়ায় তাঁহার দ্বারা পাঠনার সুবিধা হইতেছিল না; এই কারণে ১৮৫১ সালের জুন মাস হইতে তাঁহাকে পুস্তকাধ্যক্ষের পদে বদলি করিয়া, পুস্তকাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। এই পরিবর্ত্তনের কয়েক মাস পরে ৮ই নবেম্বর তারিখে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন পরলোক গমন

করেন। সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনাকালে কাশীনাথ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলে ১২ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখ হইতে তারাশঙ্কর (চট্টোপাধ্যায়) তর্করত্ন মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তারাশঙ্করকে এই পদের জন্ত সুপারিশ করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১০ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

... Tarasankar Sharma be appointed to succeed Pundit Kasinath Tarkapanchanan.

Tarasankar is one of the most distinguished students of the Institution. He left the college in September last completing the full period allowed for study. He held a senior scholarship of the first class for five years and, for the last three years successively, kept the first place in the General list. His character is unexceptionable. In addition to his eminent proficiency in Sanscrit, he possesses a fair knowledge of English literature. When, in June last, the overcrowded state of the Grammar classes required a subdivision of the pupils he was temporarily appointed to take charge of a class and discharged his duties very satisfactorily. Of all the ex-students of the Institution, who are still employed, he is decidedly the best. If the Council be pleased to appoint Tarasankar to the Librarian's post I shall derive great assistance from him.

তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রবার্ট কাষ্ট সাহেব-প্রদত্ত ৫০৲ টাকার পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় ২১ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষক জি. টি. মার্শেল শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিয়াছিলেন :—

F. J. Mouat, Esq.
Secy. to the Council of Education.

Sir,

I have the honor to report for the information of the Council that on the 21 Nov. I examined 10 candidates for the Annual Prize of 50 Rupees given by Mr. [R. N.] Cust to be awarded to the author of the best Sanscrit Poetical Essay.

The subject proposed by me was "What are the advantages and disadvantages of a Town and Country Life and which of the two deserves the preference ?"

Only two of the candidates, Tarasunker and Srish Chunder gave in the prescribed number of verses namely 25. I am of opinion that the Essay of Tarasunker deserves the Prize...

College of Fort William
27 Decr. 1845.

I have the etc.
Sd. G. T. Marshall

তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজে তের বৎসর রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 150
Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Tarasankar Tarkaratna has attended at the Sanscrit College for thirteen years and studied the following branches of Sanscrit Literature—Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Mathematics, Law and Logic, that he has attained eminent proficiency on the subject of these studies; that he has made fair progress in the English Language and Literature; and that his conduct has been perfectly satisfactory. At the time of leaving the College he held a Senior Scholarship six years.

Fort William
The 9th January 1852.

James Wm. Colville
President, Council of Education.
F. J. Mouat
Secretary, Council of Education
Eshwar Chandra Sharma
Principal.

তারাশঙ্কর ১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি মাসিক ১০০৲ বেতনে নদীয়ার সাব-ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। ১ মে ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া, দক্ষিণ-বঙ্গের অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুলস-এর পদ লাভ করেন। শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য তাঁহাকে জন-কয়েক সাব-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্ন অন্যতম। তারাশঙ্করের স্থলে সংস্কৃত কলেজে পরবর্ত্তী ১৫ই জুন হইতে জগন্মোহন শর্ম্মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৮ সালে যখন 'কাদম্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তারাশঙ্কর জীবিত। ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৬০-৬১ সালের শিক্ষা-রিপোর্টের শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬০ তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে; এই তালিকায় তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না; সম্ভবতঃ তিনি ইহার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর বাংলায় এক জন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত যে কয়খানি বাংলা পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

(১) **ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা।** ১৮৫০।

এই পুস্তিকা সম্বন্ধে ৭ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র লেখেন :—

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক।—শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভায় দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করিয়া গত বৎসর শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভাহইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এপর্য্যন্ত অস্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত

BENGALI CLASS. LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

করিতে পারি নাই সংপ্রতি অনৈক বন্ধুর দ্বারা তাহার এক খানি পাওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় অবলাদিগেব সকল প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহারদের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহাব প্রমাণ দর্শাইয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন।...

১৮৫১ সালে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৫৮) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ইহার এক খণ্ড আছে।

(২) **পশ্বাবলী**। ১৮৫২।

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ সালে লসন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পীয়র্স কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর কর্ত্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮৫২ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৬শ কার্য্যবিবরণে (পৃ. ১) প্রকাশ :—

The new edition of Lawson's Animal Biography, in Bengali, re-written by Pandit Tarasankar, appeared in June last,...

(৩) **কাদম্বরী**। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ১৮৫৪।

পুস্তকে "প্রথম বারের বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "৩রা আশ্বিন, সংবৎ ১৯১১"।

(৪) **রাসেলাস**। ১৮৫৭। পৃ. ২৪২।

পুস্তকে প্রথম বারের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "২৫এ ভাদ্র। সংবৎ ১৯১৪।" "ইঙ্গরেজী ভাষায় জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত"।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি-শ্রেণী

রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যিনি সর্ব্বপ্রথম স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার নাম রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে তিনি এই পদে প্রায় দুই বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বেতনের বিল-বইয়ে প্রকাশ, মাসিক ৮০৲ হারে ১৮২৫ সনের নবেম্বর মাসের প্রথম দুই দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন পাওনা হইয়াছিল, ইহার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন সংবাদ সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের একটু পরিচয় আছে। তিনি দিগসুই-বাসী বলরাম ন্যায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র; মধ্যম পুত্র রামজয় ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন :—

> রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, সংস্কৃত কালেজের প্রথম সময়ের এক বিখ্যাত অধ্যাপক। ইনি ১২২৩ সালে বিদ্যমান ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই। তিনি নিজ-নাম-প্রখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এক প্রধান ছাত্র ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনিতেছি, তখন রাজা বাহাদুরের বয়ঃক্রম কম ছিল। কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের পর উইল্‌সন সাহেবের প্রযত্নে—রাজা বাহাদুরের আগ্রহে ও নির্ব্বন্ধে—কালেজের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। কলিকাতায় গোহত্যা হইত, এজন্য বৈদ্যবাটীতে থাকিতেন।
>
> তৎ-সুত নবগোপালও নদীয়া জেলান্তর্গত কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক ছিলেন।—'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' : "ভরদ্বাজ গোত্র—৫ম প্রস্তাব," পৃ. ২১।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

১৮২৫ সনে নবেম্বর মাসের গোড়ায় রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে কলিকাতা সিমলা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাশীনাথ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ৪র্থ

সংখ্যা, পৃ. ২২২-৩১ ; ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৮০) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে কেবল তাঁহার কর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

কর্ম্মজীবন

১৮১৩	...	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহকারী পণ্ডিত।
১৮২৫, ১৯ নবেম্বর	...	মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮২৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
১৮২৭, মে	...	চব্বিশ-পরগণা জেলার পণ্ডিত ও সদর আমীন। এই পদে তিনি ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।
১৮৪৭, ১২ মার্চ	...	মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক।
১৮৫১, জুন	...	সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ।

রচনাবলী

১। মহর্ষি গোতমকৃত **ন্যায়দর্শন**; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত সুদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। গ্রন্থনাম **পদার্থকৌমুদী**। ১৮২১। পৃ. ১৪৫।

২। **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। সন ১২২৯ শাল [১৮২২ খ্রীঃ], পৃ. ১৮৯ + শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫।

৩। **পাষণ্ডপীড়ন** নামক প্রত্যুত্তর। কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩। পৃ. ২৮৫।

'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৮ম সংখ্যক পুস্তক হিসাবে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'পাষণ্ডপীড়ন' লিখিত হয়।

৪। **সাধু সন্তোষিণী**। ১৮২৬।

৫। **শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র**।

মৃত্যু

৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার স্থলে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধেও আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১০১-১৩) বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাঁহার কর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি।

কর্ম্মজীবন

১৮২৭, ১৪ মে	..	মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮৩৭ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
১৮৪০, জানুয়ারি	..	হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার সংস্কৃত এবং গৌড়ীয় ভাষাধ্যাপক।
১৮৪২, ১ জানুয়ারি	..	মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক।

রচিত ও সম্পাদিত রচনাবলী

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১৮১৭। পৃ. ১৫৫।

২। **অভিধান**। ১৮১৮ (?)

ইহাই বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা অভিধান।

৩। **পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান**। ১৭৫০ শক...

৪। **বিবাদচিন্তামণিঃ**। ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

৫। **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা**। ১৮৪০। পৃ. ১৬

৬। **নীতিদর্শন**। ১৮৪১।

মৃত্যু

২ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পরলোকগমন করেন।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি

১৮৩৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্থলে স্থায়িভাবে কাহাকেও নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের পণ্ডিত ভরতচন্দ্র

শিরোমণি মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যোগ্যতার সহিত এই সকল পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন :—

১৮৩০, জানুয়ারি…ল-পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিত … ৭ বৎসর ৫ মাস
১৮৩৭, জুন … সারণ জেলার জজ-পণ্ডিত … ২ বৎসর ৫ মাস
১৮৩৯, নবেম্বর … বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের পণ্ডিত … ১ বৎসর ১ মাস

ভরতচন্দ্র সে-যুগের একজন খ্যাতনামা স্মার্ত্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁহার একটি রচনায় শিরোমণি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

…অলঙ্কার শ্রেণীর পর আমরা স্মৃতির শ্রেণীতে উঠিতাম। তৎকালে ২৪ পরগণা জিলার অন্তঃপাতী লাঙ্গল-বেড়িয়া-নামক গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি "দায়ভাগ"-নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানি আমরা পাঠ করিতাম। তিনি অতিশয় রসিক লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার নাতি-সম্পর্ক হইতাম। তিনি তদনুসারে আমাদের সহিত প্রায়ই তামাসা করিতেন। একদিন শীতকালে তিনি একখানি লালবর্ণ বনাত গায় দিয়া কলেজে আসিতেছিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছাত্র বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার লাল বনাতের উপর সূর্য্যকিরণ পড়াতে আপনার তেজ যেন সূর্য্যের মত দেখাইতেছে।" তিনি কোন উত্তর না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ তদ্রূপ দ্রুতপদে আসিতে লাগিলাম। পরে তিনি কলেজে গিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাপ! ভাগ্যিস্! এখনি বগলে পুরিয়াছিল"। তখন আমরা সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। যে-ছাত্র তাঁহাকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছিল, তাহাকে হনূমান্ বলিয়া তামাসা করিলেন। সেও অপ্রস্তুত হইল। এইরূপ তামাসা মধ্যে মধ্যে হইত।…তিনি তামাসা করিয়া সময় কাটাইতেন বটে, কিন্তু এক বৎসরে দায়ভাগ সমগ্র, দত্তক-মীমাংসা, দত্তক-চন্দ্রিকা এবং মিতাক্ষরা (ব্যবহারাধ্যায়) পড়াইয়া দিতেন। তিনি ব্যবস্থা-দর্পণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার সময় শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারকগণ তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতেন।—"সেকালের সংস্কৃত কলেজ": 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩২, পৃ. ৬৫০-৫১।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজে ৩১ বৎসর ১ মাস অধ্যাপনা করিয়া, ১ জানুয়ারি ১৮৭২ হইতে মাসিক ৬৫৲ পেন্সনে অবসর লইয়াছিলেন। পেন্সন-গ্রহণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর ৮ মাস, এবং কলেজে তাঁহার বেতন ছিল ১৫০৲।

মৃত্যু

ভরতচন্দ্র খুব সম্ভব ১৮৭৭ সালে পরলোকগমন করেন। ১৮৭৭ সনে তিনি 'চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি'র ১ম খণ্ড সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদক-হিসাবে তাঁহার ও আরও দুই জন পণ্ডিতের নাম আছে।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১। জীমূতবাহন-কৃত **দায়ভাগ,** শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-বিরচিত টীকা-সহিত। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংস্কৃত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯০৭, পৃ. ২৫৯।

২। নন্দপণ্ডিত-বিরচিত **দত্তকমীমাংসা**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বালবিবোধনী-টীকা-সহিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ইং ১৮৫৭।

৩। **বিষ্ণ্বাদিশতক**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-বিরচিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ১২৬৩ সাল, পৃ. ২০।

৪। কুবের বিরচিত **দত্তকচন্দ্রিকা**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বালসম্বোধনী-টীকা-সহিত। ইং ১৮৫৭, পৃ. ৩৮।

৫। জীমূতবাহন-কৃত **দায়ভাগ**। শ্রীশ্রীনাথাচার্য্য চূড়ামণি, শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীমদচ্যুতানন্দচক্রবর্ত্তি, শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-কৃত ষড়্‌বিধ টীকাসহিত। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক পরিশোধিত। ইং ১৮৬৩। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। পৃ. ৪৫৮।

৬। **মনুসংহিতা—কুল্লূকভট্ট-কৃত টীকা**। যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। সংবৎ ১৯২৩। পৃ. ৭৬৩।

৭। **দত্তক শিরোমণিঃ।** ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ প্রচলিত দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকনির্ণয়, দত্তকতিলক, দত্তকদর্পণ, দত্তককৌমুদী, দত্তকদীধিতি, দত্তসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী নামক সুপ্রসিদ্ধ দত্তকগ্রহণ-ব্যবস্থাপক গ্রন্থাষ্টক নিখিলসারসংগ্রহঃ। ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্যেণ সুপ্রণালী-পূর্ব্বকমেকবিংশত্যধ্যায়েন সংঘটিতঃ, প্রত্যধ্যায়াবসানে কৃতসঙ্ক্ষিপ্ত-সারসংগ্রহশ্চ।...ইং ১৮৬৭। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। পৃ. ৩৫৯।

৮। দ্রাবিড় দেশীয় শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত **স্মৃতিচন্দ্রিকা** দায়ভাগ প্রকরণ। শ্যামাচরণ সরকারের সাহায্যে ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। জানুয়ারি ১৮৭০। পৃ. ১১৮।

৯। হেমাদ্রি-বিরচিত **চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিশোধিত। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ম ভাগ— সংবৎ ১৯৩৪। পৃ° ১২২২

২য় ভাগ— ইং ১৮৭৮।

ন্যায়-শ্রেণী

নিমাইচন্দ্র শিরোমণি

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে সময়ে তাঁহার তুল্য নৈয়ায়িক বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৮০৲। শিরোমণি মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মৃত্যু

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সে-যুগের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ…। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত **ন্যায়সূত্রবৃত্তি**। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক শোধিত। ১৮২৮। পৃ. ২৬৪।

২। **মহাভারত**—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার অন্ততঃ তিনটি খণ্ডের (২য় খণ্ড, ১৮৩৬ খ্রীঃ ; ৩য় খণ্ড, ১৭৫৯ শক ; ৪র্থ খণ্ড ১৮৩৯ খ্রীঃ) এক জন সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নাম পাওয়া যায়।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যুর পর ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন—খ্যাতনামা নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫-১৯) সবিস্তরে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সংযোজন

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীর বর্ণনাকালে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তাঁহার রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে আমি তর্কবাগীশ-প্রকাশিত 'কুমারসম্ভব (অষ্টম সর্গ)' পুস্তকখানি কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে উহার এক খণ্ড দেখিয়াছি। উহা দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত; আখ্যাপত্রটি এইরূপ:—

কুমারসম্ভবম্‌। | মহাকবি কালীদাস বিরচিত কুমারসম্ভব | নামক মহাকাব্যস্য | অষ্টমঃ সর্গঃ। | শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত | টীকাসহিতঃ। | কলিকাতা। | বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিতঃ। | শকাব্দাঃ ১৭৮৩। ইং ১৮৬২। | [পৃ. ৪৭]

পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। উহা উদ্ধৃত করা হইল:—

কুমারসম্ভব।

এতদ্দেশে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ ছিল না, সপ্তমসর্গপর্য্যন্তই দেখা যাইত। ইহাতে নানাজনশ্রুতি, অর্থাৎ কেহ কেহ কহিতেন, গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি কালীদাস সপ্তমসর্গপর্য্যন্ত করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। কেহ কেহ কহিতেন, সংপূর্ণই করিয়াছেন, কোন কারণবশতঃ অষ্টমাদি সর্গ বিনষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কাপ্তেন মার্শেল সাহেবের ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের যত্নে সংপূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিমদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ইহা দৃষ্টি করিয়া মহাকবিপ্রণীতত্বের সম্ভাবনা করা যায়; ইহার কোন কোন শ্লোকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে উদাহরণরূপে গৃহীতও দেখা যায়। অতএব ইহার বহুলীকরণ আবশ্যক বোধ করিয়া মৎকৃত টীকার সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা গেল। কিন্তু একমাত্র আদর্শ, তাহাও পরিশুদ্ধ নহে, অনেক বিবেচনা দ্বারা পাঠের স্থিরতা করিতে হয়, তজ্জন্য কাল-বিলম্ব সম্ভাবনা করিয়া ক্রমশঃ অর্থাৎ এক এক সর্গ প্রকাশ করা ধার্য্য করিয়া সংপ্রতি অষ্টম সর্গ মুদ্রিত করা গেল। দেখা যাউক, যদি ইহাতে গ্রাহকদিগের আগ্রহ প্রকাশ পায়, তবে অপরাপর সর্গও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মা

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৫

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

মধুসূদন তর্কালঙ্কার

সংস্কৃত কলেজের গোড়া হইতে সেক্রেটরীরূপে প্রধানতঃ এক জন সাহেব কলেজের কার্য্যপরিদর্শনাদি করিতেন ; ১৮৫১ সনের পূর্ব্বে প্রিন্সিপ্যাল বলিয়া কোন পদ ছিল না।

ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী, সেই সময় কার্য্য-পরিচালনের সুবিধার জন্য মধুসূদন তর্কালঙ্কারকে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী বা সহকারী সম্পাদক রূপে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়া তিনি ১৮৩৯ সনের মে মাসে শিক্ষা-বিভাগকে পত্র লেখেন। তিনি তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী এবং মধুসূদন তর্কালঙ্কার ঐ কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার।

শিক্ষা-বিভাগ সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ মঞ্জুর করিয়া পরবর্ত্তী ২৬শে জুলাই তারিখে জানাইলেন :—

> I am directed by the General Committee of Public Instruction to acknowledge the receipt of your letter of the 18th ultimo and in reply to state that it sanctions the nomination of Madhusudan Tarkalankar, as Assistant Secretary to the Sub-Committee of the Sanscrit College on a monthly salary of fifty Rupees (50) on condition that his duties at the College of Fort William as Sheristadar will enable him to perform the duties of this appointment efficiently.
>
> The salary will commence from the 1st proximo.*

এখানে বলা প্রয়োজন, সহকারী সম্পাদকের কার্য্যতালিকা প্রধানতঃ এইরূপ ছিল :— প্রতি মাসে কলেজের বিভিন্ন শ্রেণী পরীক্ষা করিয়া ফলাফল সম্পাদককে জানান, অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেজে হাজির হইতেছে কি না সেদিকে নজর রাখা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা, প্রভৃতি।

মধুসূদন তর্কালঙ্কারই সংস্কৃত কলেজের প্রথম সহকারী সম্পাদক। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। কলেজ হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

No. 42.

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Madhusudana Tarkalankara has attended at the Government Sanscrit College for ten years six months and studied the following branches of Hindoo Literature Poetry, Rhetoric, Arithmetic, Law, Bhagabat and English, that he

*Letter dated 26 July, 1839 from the Secy. General Committee of Public Instruction, to Capt. G. T. Marshall, Secy. to the Sub-Committee, Sanscrit College.

has attained considerable proficiency on the subject of these studies, and that he conducted himself well.

Fort William
the 15th Jany. 1835

Sd. A. Troyer,
Secy. Govt. Sans. Coll.

T. B. Macaulay
H. Shakespear
A. Smith
W. H. Macnaghten
G. A. Bushby
J. Prinsep
R. J. H. Brich
J. R. Colvin
J. Grant
J. C. C. Sutherland

Members, Genl. Commee. of P. Inst.

তর্কালঙ্কার প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ১ আগষ্ট ১৮৩৯ হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে অতিরিক্ত কার্য্য হিসাবে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪১ সনের ৯ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগের তারিখ—১ জানুয়ারি ১৮৪২। এই পদে কিছু দিন কাজ করিবার পর ২ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১০১-১৩) আমি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি—এখানে সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গোবিন্দ শিরোমণি

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অসুস্থতার জন্য সংস্কৃত কলেজের কার্য্য হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গোবিন্দ শিরোমণি ঐ পদের অর্দ্ধ বেতনে, অর্থাৎ মাসিক ২৫৲ হারে, সহকারী সম্পাদকের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে শিরোমণি ১ জুন ১৮৩৯ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮৪৪ পর্য্যন্ত হিন্দু-ল পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এক বৎসর কাল—১১ জুন ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৫ সনের জুন মাসের প্রায় শেষাশেষি পর্য্যন্ত—সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম—৪০ বৎসর।

এই গোবিন্দ শিরোমণিকে আমি পূর্ব্বে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫শ বর্ষ, পৃ. ১০৯) কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা অভিন্ন নহেন বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ তর্কবাগীশের পুত্র এই সময় হুগলী কলেজের পণ্ডিতের পদে কার্য্য করিতেছিলেন।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শূন্য পদে ২৬শে জুন ১৮৪৫ হইতে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।*

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মাতামহ। শাস্ত্রী-মহাশয় রামমাণিক্য সম্বন্ধে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২১৫-১৮) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

> বরিশাল জেলায় কলশকাঠী নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। তথাকার রায় মহাশয়েরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভঙ্গ। তাঁহারা অনেক পুরুষ ধরিয়া কলশকাঠীতে কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করাইতেছেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম নামে এক ব্রাহ্মণ রায় মহাশয়দিগের আশ্রয়ে তথায় বাস করেন। তাঁহার বংশ বিস্তৃত না হইলেও অনেক পণ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের পৌত্র রামমাণিক্য ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মান।…তিনি বাড়ীতেই ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্র পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কিছুদূর পড়িয়া, নৈহাটীতে মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়া ব্যাপ্তিখণ্ড ও শব্দখণ্ড অধ্যয়ন করেন।…রামমাণিক্য কলশকাঠীতে টোল করিলেন।…কিন্তু বেশীদিন তিনি কলশকাঠীতে থাকিতে পারিলেন না।…রামমাণিক্য আসিলেন বরাহনগরে।
>
> কাশীপুরে তখন রামরত্ন রায় মহাশয় একজন বড় জমীদার।…রামরত্ন রায় মহাশয় রামমাণিক্যের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও আভিজাত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন এবং প্রথম সুযোগেই বরাহনগর হইতে উঠাইয়া আনিয়া কাশীপুর ঘাট রোডের উপর অনেক জমিজায়গা দিয়া টোল ও বাড়ী করিয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অনেক ছাত্র জুটিল।…
>
> বহু বৎসর এইরূপে দক্ষতা ও সম্মানের সহিত অধ্যাপনার পর রামরত্ন রায়ের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিল।…
>
> ১৮২৪ সাল হইতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন হইয়া অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকে ন্যায়ের পণ্ডিত করিয়া লইয়া যাইবার অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বেতন লইয়া পড়ান—বিশেষ ম্লেচ্ছ গবর্ণমেণ্টের বেতন লওয়া তাঁহার অকার্য্য বলিয়া মনে হইত। এখন তিনি বলিলেন যে, খোষামোদ অপেক্ষা পাপ ভাল, খোষামোদ করিতে গিয়া ব্রহ্মহত্যাও দেখিতে হয়, পাপে আর সেটা হয় না। এইরূপ মনের ভাব লইয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই সব কথা বলিয়া তিনি কলেজে আসিয়া নিজে কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন, তখন অন্য কাজ খালি ছিল না, এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ খালি ছিল।…

রামমাণিক্য সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াই কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রস্তাব করেন; প্রস্তাবটি এইরূপ:—

> 2. The Assistant Secretary proposes to devote an hour of his time daily in giving lectures on the higher branches of the Nyaya Philosophy to which he wishes the students of high attainments of his own private seminary as well as other seminaries in Calcutta should be at liberty to attend.*

*..... I have the honor to report that Rammanikya Vidyalankar assumed charge of the office of the Assistant Secretary to this Institution this day.—Russomoy Dutt, Secretary, Sanskrit College, dated 26 June 1845, to the Secy. to the Council of Education.

† Letter dated 26 June, 1845 from the Secretary, Sanskrit College to the Secretary, Council of Education.

কলেজে একটি স্বতন্ত্র ন্যায়-শ্রেণী থাকায় সহকারী সম্পাদক বিদ্যালঙ্কারের প্রস্তাবে শিক্ষা-সংসদ সম্মত হন নাই।

রামমাণিক্যের খ্যাতি বহু বিস্তৃত ছিল। তিনি ধর্ম্মসভার এক জন অধ্যক্ষ ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর কার্য্য করিবার পর রামমাণিক্য ২৬ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত পরবর্ত্তী ২৮ মার্চ তারিখে শিক্ষা-সংসদকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

With regret I beg to report the death of Rammanikya Vidyalankar, Assistant Secretary to this Institution on Thursday, the 26th instant.

2. The deceased was a Pundit of very great eminence in Bengal and a worthy successor to Ramchunder Vidyabageesha. . . .

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে, তিনি কলেজের সেক্রেটরী ক্যাপ্টেন মার্শেলের চেষ্টায় সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেন (২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১)। এই পদে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কার্য্য করিবার পর বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার সুবিধা মিলিল। যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন।

১৮৪৬ সনের ২৬এ মার্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোকগমনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য আবেদন করিলেন (২৮ মার্চ)। তাঁহার আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লিখিত; পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

To
Baboo Russomoy Dutt,
Secretary to the Govt. Sanscrit College, Calcutta.

Sir,

Understanding that the situation of Assistant Secretary to the Government Sanscrit College has been left vacant by the death of the late incumbent Rammanikya Bidyalankar I beg to present myself as a candidate for the same.

As regards my qualifications, I beg to observe that I had the honor to be educated in the above Institution where I was fortunate enough to obtain many honors and distinctions. Besides I have the honor to hold the office of Sheristadar of the Bangallee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the Institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the system of Sankhyh Philosophy and the Puranahs, branches which do not fall within the regular course of Education afforded by your College.

In the examinations for scholarships which Capt. Marshall the Secretary to the College of Fort William undertook for the Sanscrit College for the last four years I was kindly allowed the honor of taking an active part in preparing questions and examining the answers thereunto. And I believe I have discharged my share of this duty in

a manner which afforded perfect satisfaction to the parties concerned, *viz.* the worthy examiner and the Professors and students of the Institution. This, together with my long connection with the college as a student has given me an intimate knowledge of the system of education pursued there, and inspires me with confidence that in case my services are accepted I shall prove useful to the Institution. But I confess that in offering my services it is in the hope that the emoluments attached to the situation may be increased to a higher degree, for it would not be prudent that I should quit my present office for one so troublesome without an adequate remuneration, and I respectfully submit that the present salary is very small for a duly qualified person who is expected to give his whole time to the duties.

The copies of testimonials are herewith annexed for your inspection.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
Ishwar Chunder Shurma.

Calcutta,
28th March, /46

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী হিসাবে মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengallee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the Branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since, by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

College of
Fort William
28th March 1846.

Sd. G. T. Marshall,
Secretary College.

৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর।

বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজে কাজ করিতে লাগিলেন। সম্পাদকের সাহায্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে এক উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট সম্পাদকের হস্তে দিলেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের যে বৃত্তি পরীক্ষা হয়, মেজর মার্শেল তাহার পরীক্ষক ছিলেন; তিনি পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের এক স্থলে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন :—

The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me well adapted to produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves : as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a trial. If I am not much mistaken, the result would prove highly satisfactory.*

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1846-47 (May 1846—April 1847), pp. 39, 41.

বিদ্যাসাগর মেজর মার্শেলের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন—এ কথা সম্পাদক রসময় দত্ত জানিতেন। বিদ্যাসাগর তদীয় রিপোর্টটি মার্শেলের গোচর না করিলে, মার্শেলের পক্ষে এই প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থার কথা জানা বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই কারণে সম্পাদক রসময় দত্ত তাঁহার সহকারী বিদ্যাসাগরের প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। তিনি ছিলেন ঠিকা কর্ম্মচারী, অন্য সরকারী কর্ম্ম বজায় করিয়া কয়েক ঘণ্টা মাত্র সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সহকারী স্বীয় কৃতিত্ববলে কোনরূপে কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িলে তাঁহার স্বার্থে ঘা পড়িতে পারে। বোধ হয় এই সকল কারণেই তিনি বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিষদের গোচর করেন নাই। দু-একটি ছোটখাট প্রস্তাব, যথা,—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নকাল ১২ হইতে ১৫ বৎসরে পরিণত করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত কোন সংস্কারই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

যাহা হউক, কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখনই যাহা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জ্বলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত চটিয়া পদত্যাগ করিলেন। ১৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-শ্রেণী

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

১ জানুয়ারি ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। এই সময় সাহিত্য-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন—স্বনামধন্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া (বর্ত্তমানে যশোহর) জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে* প্রকাশ, সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ সন হইতে ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন। শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর জে সি মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ সনের ২৩এ মে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে, তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকীয়-বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লেখেন :—"শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।"

জয়গোপাল দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত সংস্কৃত কলেজে কাব্য বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন ৬০৲ হইতে বাড়িয়া ৯০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় জয়গোপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> বিদ্যাসাগর যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন, ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল, সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই

---

* Annual Return . dated 1 May 1845, ইহাতে জয়গোপালের বয়ঃক্রম "৭৩ বৎসর" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কযদসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন, এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গা'য় একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি যুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য, ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরামদাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ ২২৩-২৫।

জয়গোপাল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) **শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ**। ইং ১৮১৭। পৃ ৫২।

ইহাতে ১০৯টি শ্লোক ও পয়ারে তাহার বঙ্গানুবাদ আছে। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রণকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—"কলিকাতাতে ছাপা হইল॥ ১২২৪"। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন :—

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিসুরপতি।
তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম। সমাজপূজিতগ্রাম বজরাপুরেতে নিবসতি॥
শ্রীজয়গোপালনাম হরিভক্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
ভক্তবৃন্দমধ্যরবি শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়ার॥

(২) **শিক্ষাসার**।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের ২য় সংস্করণের এক খণ্ড (পৃ ৭২) আছে, তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

শিক্ষাসার। | অর্থাৎ | গুরুদক্ষিণা ও চাণক্য শ্লোক ও দিনপঞ্জিকা ও | শুভঙ্করকৃতা আর্য্যা। | বালকেরদের শিক্ষার্থে | শ্রীজয়গোপালতর্কালঙ্কার | কর্ত্তৃক সংগৃহীত। | শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল। | সন ১৮১৮।— |

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

গুরুদক্ষিণা।—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী ॥ সা তে ভবতু
সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী। উগ্রেণ তপসা লব্ধো
যয়া পশুপতিঃ পতিঃ ॥ প্রণামে জুড়িয়া পাণি
বন্দো মাতা বীণাপাণি তব পদে রহুক মোর মতি।
তোমার চরণ সেবি ব্যাস বাল্মীকি কবি তোমা বিনা
আর নাহি গতি ॥ কৃপাদৃষ্টে চাহ যারে ইন্দ্রপদ দেহ
তারে তুমি মাতা সকলের সার। তব ভক্ত যেই জন
পূজে তারে ত্রিভুবন তব পদে মতি রহে যার ॥ বন্দো
হর গৌরী গঙ্গা বিপদনাশিনী। একে২ বন্দো যত
সুর সিদ্ধ মুনি ॥ পঞ্চদেব নবগ্রহ আদি যত জন।
সাবধান হয়ে বন্দো সভার চরণ ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দো
করিয়া ভকতি। মাতা পিতা বন্দিলাম স্থির করি মতি ॥

(৩) **পত্রের ধারা।** ইং ১৮২১। পৃ ৫৬।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

পত্রের ধারা। | অর্থাৎ | পাঠাপাঠ ও পট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্ত প্রভৃতি | যাহা | বালকেরদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত হইল। | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। | সন ১৮২১ শাল। |

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু ইহার লেখক যে জয়গোপাল, পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (নং ২২৫ দ্রষ্টব্য) তাহার উল্লেখ আছে।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'পত্রের ধারা' হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়াপ্রভৃতিকে এই পাঠ লিখিবেক।

পুজনীয় শ্রীযুত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়া

মহাশয় চরণেষু।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ শর্ম্মণঃ

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনের সমস্ত মঙ্গল। পরং শ্রীরামপুরে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা অন্য২ লোকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসের নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন যদ্যপি অধ্যয়ন করিতে বাসনা থাকে তবে শ্রীরামপুরের পাঠশালাতে আসিবেন এখানে বাসাখরচও পাইবেন অতএব এইখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করা উপযুক্ত। আগামি মাসে পাঠ আরম্ভ হইবেক একারণ লিখিতেছি যে আপনারা অতিশীঘ্র আসিবেন কেননা এস্থানে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

7594

ভট্টাচার্য্য মহাশয অতিসুপণ্ডিত এঁহার নিকট থাকিলে অনেক উপকাব আছে ইহা জ্ঞাত কাবণ লিখিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।—পৃ ৯।

১৮৪৫ সনে এই পুস্তক চতুর্থবাব মুদ্রিত হয। এই সংস্কবণের পুস্তকে একটি নূতন অংশ দেখিতেছি, এই নূতন অংশ ৬০-৮৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "চাণক্যকর্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ। সাবসংগ্রহ।"

(৪) **চণ্ডী।** ইং ১৮১৯ (?)

জয়গোপাল কর্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডী' আমি কোথাও দেখি নাই। সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রবিহীন একখানি প্রাচীন 'চণ্ডী' আছে, তাহা জযগোপালেব সংস্করণ হওযা বিচিত্র নহে।

(৫) **বাল্মীকিকৃত রামায়ণ।** কৃত্তিবাসঃকর্তৃক গৌডীয ভাষায বচিত। ১৮৩০ ।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' লিখিযাছিলেন :—

বামাযণ।—কৃত্তিবাস পণ্ডিত বচিত সপ্তকাণ্ড রামাযণ বহুকালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ বামাযণ গ্রন্থে লিপিকব প্রমাদে ও শিক্ষক ও গাযকদিগেব ভ্রমপ্রযুক্ত অনেকং স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পযাবভঙ্গ ও পযাব লুপ্তইত্যাদি নানা দোষ হইযাছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিতদ্বাবা বর্ণশুদ্ধ্যাদি বিচাবপূর্ব্বক শ্রীবামপুরেব ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষবে ছাপাবম্ভ হইযাছে (৩০ মে ১৮২৯)

এক্ষণে প্রকাশ হইযাছে।—বাঙ্গলা ভাষাব কাব্য অর্থাৎ বামাযণের আগুকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায তবজমা কবা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা। (২০ মার্চ ১৮৩০)

(৬) **মহাভারত।** ইং ১৮৩৬। পৃ ৪২৪।

The/ MUHABHARUT / Translated into Bengalee Verse,/ By/ KASEE DASS,/ and/ Revised and collated with various manuscripts,/ By/ Joy Gopal Turkulunkar,/ of the Government Sungskrit College, Calcutta,/ in two volumes / Vol I / Printed at the Serampore Press / 1836 /

মহাভাবত। | আদি সভা বন পর্ব্ব। | গৌডীয ভাষাতে কাশীদাস কর্তৃক পদ্য বচিত। | সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জযগোপাল তর্কালঙ্কাব ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সংশোধিত হইল। | দুই বালম। | তন্মধ্যে প্রথম বালম। | শ্রীবামপুবেব মুদ্রাযন্ত্রালযে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | শ্রীবামপুবের ছাপাখানাতে অথবা | কলিকাতাব লালগির্জার ছাপাখানায ডিরোজাব সাহেবেব | দ্বাবা বিক্রেয। | ১৮৩৬। |

ইহার "দ্বিতীয় বালম"-এব আখ্যা-পত্রও পূর্ব্ববৎ। এই "বালমে" "বিরাটাদি অবশিষ্ট পর্ব্ব" আছে। ইহাও ১৮৩৬ সনে প্রকাশিত হয়, পৃ-সংখ্যা ৫২১।

'মহাভারত' প্রকাশিত হইলে, ২ জুলাই ১৮৩৬ তাবিখে 'সমাচার দর্পণ' লিখিযাছিলেন :—

মহাভাবত।—অনেক কালেব পব আমবা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয এতদ্দেশীয বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন কবিতেছি যে যে মহাভাবত সংশোধিত হইযা প্রায দুই বৎসবেবও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইযাছে ঐ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায শ্রীযুক্ত জযগোপাল তর্কালঙ্কাবকর্তৃক সংশোধিত হইযাছে। কাশীদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবাব সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পরন্তু বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন

গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

(৭) **পারসীক অভিধান।** ইং ১৮৩৮। পৃ ৮৪।

পারসীক অভিধান | অর্থাৎ | পারসীক শব্দস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংগ্রহ | শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক | সংগৃহীত | শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল। | সন ১২৪৫ সাল। |

ইহার "ভূমিকা"র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

এই ভারতবর্ষে প্রায় নয় শত বৎসর হইল যবন সঞ্চার হওয়াতে তৎসমভিব্যাহারে যাবনিক ভাষা অর্থাৎ পারসী ও আরবীভাষা এই পুণ্যভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়াছে অনন্তর ক্রমে যেমন যবনেরদের ভারতবর্ষাধিপত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন রাজকীয় ভাষা বোধে সর্বত্র সমাদর হওয়াতে যাবনিক ভাষার উত্তরোত্তর এমত বৃদ্ধি হইল যে অন্য সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপনি বর্দ্ধিষ্ণু হইল এবং অনেক অনেক স্থানে বঙ্গভাষাকে দূর করিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে লাগিল বিষয় কর্ম্মে বিশেষত বিচারস্থানে অন্য ভাষার সম্পর্কও রাখিল না তবে যে কোন স্থলে অন্য ভাষা দেখা যায় সে কেবল নাম মাত্র। সুতরাং আমারদের বঙ্গভাষার তাদৃশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাষা লুপ্তপ্রায়া হইয়াছে এবং চিরদিন অনালোচনাতে বিস্মৃতিকূপে মগ্না হইয়াছে যদ্যপি তাহার উদ্ধার করা অতি দুঃসাধ্য তথাপি আমি বহুপরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে শব্দ সঙ্কলন করিয়া সেই বিদেশীয় ভাষাস্থলে স্বদেশীয় সাধু ভাষা পুনঃ সংস্থাপন করিবার কারণ এই পারসীক অভিধান সংগ্রহ করিলাম।

ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুক্কায়িতা হইয়া চিরকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহারা আর বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন এবং স্বকীয় বস্তু সত্ত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচারস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার না করিয়া স্বস্ব দেশ ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে প্রায় পঞ্চশতাধিক দ্বিসহস্র চলিত শব্দ অকারাদি প্রত্যেক বর্ণক্রমে সূচী করিয়া বিন্যস্ত] করা গিয়াছে ইহার মধ্যে পারসীক শব্দই অধিক কচিৎ আরবীয় শব্দও আছে।

(৮) **বঙ্গাভিধান।** ইং ১৮৩৮ (?)

২৫ আগষ্ট ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে ঃ—

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দ্বারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ] না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমাণ যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ

বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে· । শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

ইহা ছাড়া ১৮৩৪ সনে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোবিবৃতিঃ' (পৃ ৩১) ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' (পৃ. ১৫) জয়গোপাল প্রকাশ করিয়াছিলেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে 'শ্রীমহাভারত' প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় খণ্ড যে তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হইয়া ১৮৩৭ সনে বাহির হয়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোকগমন করেন।* মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল, তাঁহার স্থলে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল সম্বন্ধে ইহার অধিক সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতের উল্লেখ পাইয়াছি, কিন্তু বইখানি দেখিবার সুবিধা হয় নাই। বইখানি—বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত '৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত' (পৃ. ১০, ১৩০৮)।

---

* "I have the honor to report the death of Joy Gopal Tarkalankar, the Professor of Sahitya at this Institution on the 13th April last"—Letter dated 5 May 1846 from Russomoy Dutt, Secretary, Sanscrit College, To the Secretary, Council of Education

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেক্রেটরী

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সেক্রেটরী-রূপে প্রধানতঃ এক জন সাহেব কলেজের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তিনিই শিক্ষা-বিভাগের সহিত কলেজ-সংক্রান্ত পত্রাদি ব্যবহার করিতেন। ১৮৫১ সনের পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপ্যাল বলিয়া কোন পদের সৃষ্টি হয় নাই, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ। তাঁহার পূর্ব্বে সেক্রেটরী-রূপে সংস্কৃত কলেজে যাঁহারা কার্য্য করিয়াছিলেন, কলেজের পুরাতন নথিপত্র-দৃষ্টে তাঁহাদের কার্য্যকাল-সমেত একটি তালিকা দিতেছি।

১। **মেজর এ. প্রাইস্** ইনিই সংস্কৃত কলেজের প্রথম সেক্রেটরী। কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৪ সন হইতে ১৮৩২ সনের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইঁহার কার্য্যকাল, এই পদের বেতন ছিল মাসিক ৩০০৲।

২। **এইচ. এইচ উইলসন** প্রাইস সাহেবের স্থলে স্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উইলসন সাহেব প্রায় এক মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।*

৩। **লেপ্টেনাণ্ট এইচ. টড** মেজর প্রাইসের স্থলে লেঃ টড্ (Todd) স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৩২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগ হইতে পরবর্ত্তী মার্চ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পরলোকগমন করেন। ইঁহারও বেতন ছিল মাসিক ৩০০৲।†

৪। **এইচ এইচ উইলসন** টড্ সাহেবের স্থলে স্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উইলসন সাহেব দেড় মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।

৫। **ক্যাপ্টেন এ ট্রয়ার** লেঃ টডের স্থলে হিন্দুকলেজের সেক্রেটরী ক্যাপ্টেন ট্রয়ার (Troyer) মাসিক ৩০০৲ বেতনে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন।‡ তাঁহার কার্য্যকাল—১৮৩২ সনের মে মাসের মধ্যভাগ হইতে ১৮৩৫ সনের ২৬এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত।

---

*"The final departure of the Secretary for the Sanscrit College Major Price from Calcutta agreeably to the intimation conveyed in his letter of the 30th of last month [December] took place on the 17th instant [ultimo] and no person having been appointed to succeed him, I have assumed charge of the College from that date With your permission I will continue the charge of the College until a successor to Major Price is appointed."—Letter, dated 12th Feb, 1832 from H H Wilson to the Sub-Committee of the Government Sanscrit College

†"   I am also desired to instruct you to take charge of the Institution"—Letter, dated 13th Feb, 1832 to Lt H Todd

‡"I am directed to inform you that the Hon'ble the Vice-President in Council has this day been pleased to appoint Capt A Troyer, Secretary to the Hindoo College in the room of Lt Todd deceased"—Letter, dated 8th May, 1832 from H T Prinsep, Secretary to Government to the General Committee of Public Instruction

7590

৬। **রামকমল সেন** ট্রয়ারের পদত্যাগের তারিখ (২৬ ফেব্রুয়ারি) হইতে রামকমল সেন অস্থায়ী ভাবে সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগ ১১ জুন ১৮৩৫ তারিখে রামকমলকে মাসিক ১০০৲ বেতনে স্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন। প্রায় চারি বৎসর কার্য্য করিবার পর ১ জানুয়ারি ১৮৩৯ তারিখে রামকমল এই পদ ত্যাগ করেন।

৭। **রাধাকান্ত দেব**·· রামকমল সেন কিছু দিন কার্য্যে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব অস্থায়ী ভাবে সেক্রেটরীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল প্রায় চারি মাস—১৮৩৬ সনের ১৩ ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৭ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত।

৮। **জে. সি. সি. সদর্ল্যাণ্ড** ১ জানুয়ারি ১৮৩৯ তারিখে রামকমল সেন পদত্যাগ করিলে সদর্ল্যাণ্ড (Sutherland) সাহেব প্রায় তিন মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

৯। **মেজর জি. টি. মার্শাল**···২৭ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে মার্শাল (Marshall) সাহেব সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন।* তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরীও ছিলেন। এই পদে তিনি ১৮৪০ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মার্শাল সাহেবের রচিত একখানি বই পরিষদ্ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি, বইখানির নাম—
Guide to Bengal · Being a close translation of Ishwar Chandra Sharma's Bengallee Version of that portion of Marshman's History of Bengal, which comprizes the rise and progress of the British Dominion, with notes and observations (1850)

১০। **ডাঃ টি. এ. ওয়াইজ**··১৮৪০ সনের মে মাস হইতে পর-বৎসরের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ডাঃ ওয়াইজ (Wise) সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটরী-রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১১। **রসময় দত্ত** · ১৭ এপ্রিল ১৮৪১ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে ছোট আদালতের জজ রসময় দত্ত স্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি প্রায় ১০ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৬ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখে বিদ্যাসাগরকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দেন।

১২। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** ৬ জানুয়ারি হইতে ২১ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের (সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ ছাড়া) অস্থায়ী সেক্রেটরীর কার্য্যও করিয়াছিলেন।

অতঃপর সেক্রেটরী ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ রহিত করিয়া প্রিন্সিপ্যাল পদের

---

* "I have this day taken charge of the office of Secretary to the Government Sanscrit College"—Letter, dated 27th March, 1839 from G T Marshall, Secretary, Sanscrit College, to T A Wise, Secretary, General Committee of public Instruction

সৃষ্টি হয়। ১৮৫১ সনের ২২ জানুয়ারি হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন।

বাংলা শ্রেণী

১৮৩৮ সনে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে বাংলায় পাটীগণিত ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার কথা উঠে। এ-বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রামকমল সেন ৩১ আগষ্ট ১৮৩৮ তারিখে জেনারেল কমিটি অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশ্যনকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

3 The Sub-Committee thinks it is desirable that something should be done to give a more popular tone to the minds and pursuits of the students It fully concurs too in this that the study of arithmetic should be made general It thinks also that the various works on European Natural Philosophy Geography and History translated into Bengali should be studied in class and that provision should be made for instruction in the Regulations and Forensic practices

১২ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে ইংরেজী-শ্রেণীর ভূতপূর্ব্বক শিক্ষক নবকুমার চক্রবর্ত্তী বাংলায় পদার্থবিদ্যা ও পাটীগণিত শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী ২৭এ মার্চ তারিখে শিক্ষা-কমিটি নবকুমারের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী মার্শাল সাহেবকে লেখেন :—

I am directed to state that the General Committee has been pleased to appoint Baboo Nubokumar Chuckrobutty as Bengalee teacher of Arithmetic and Natural Philosophy on a monthly salary of 80 Rupees He will be required to deliver his lectures on Natural Philosophy in the Bengalee language according to the European system

নবকুমার সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ভূগোল ও কোম্পানীর রেগুলেশ্যনগুলি শিখাইবার অনুমতি চাহিয়া পরবর্ত্তী ১৩ই জুলাই সেক্রেটরী মেজর মার্শালকে লেখেন :—

I would beg the favour of your asking the Hon'ble President and Members of the Sub-Committee to grant me permission to teach the students of the Sanscrit College the principles of Geography which they have not in Sanscrit as well as of Company's Regulations which they so much wish to learn in addition to Natural Philosophy and Arithmetic

১৮৪২ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত চলিয়া সংস্কৃত কলেজের বাংলা-শ্রেণী উঠিয়া যায়। ইহার পরিবর্ত্তে পুনরায় ইংরেজী-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজী শ্রেণী

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে **এম. ডবলিউ ওলাষ্টন** (M. W Wollaston) নামে এক জন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ক্রমে ক্রমে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শ্রেণীর জন্য আরও দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৪ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখে **গঙ্গাচরণ সেন** মাসিক ৫০৲ বেতনে এই শ্রেণীর প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ সনের মে মাস হইতে গঙ্গাচরণের স্থলে **শ্যামলাল সেন** ৫০৲ বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইংরেজী শ্রেণীর দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক-রূপে **নবকুমার চক্রবর্ত্তী** ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ তারিখে মাসিক ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। নবকুমার হিন্দুকলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষও ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীর তিন জন শিক্ষক—ওলাষ্টন, গঙ্গাচরণ ও নবকুমার কর্ত্তৃক ১৮৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' নামে একখানি দ্বিভাষিক পাক্ষিক (পরে মাসিক) পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী শ্রেণী উঠিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-বিভাগ ২৩ নবেম্বর ১৮৩৫ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রামকমল সেনকে লেখেন :—

The General Committee directs me to acknowledge your letter of the 13th instant and its enclosures

Satisfied of the inutility of the English Department of the Sanscrit College it will recommend to Government its immediate abolition No time should be lost therefore by you in giving the masters warning that their salaries will cease on the 31st December

The General Committee is of opinion that the plan suggested by me of introducing into the Hindoo College from time to time a few young Pundits to prosecute a course of English studies may be attended with useful results and requests the experiment may be made

It seems desirable that the selection should fall in some of the younger pupils of the Sanscrit College who have evinced by their successful cultivation of Sanscrit Literature habitual application combined with the talents and general aptitude to learn—Letter, dated 23rd Nov, 1835 from J C C Sutherland, Secretary, General Committee of Public Instruction

১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীতে দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত হন :—

রসিকলাল সেন

১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে রসিকলাল মাসিক ৯০৲ বেতনে ইংরেজী শ্রেণীর হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দুকলেজের এক জন কৃতী ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে তাঁহার "Previous Appointments" সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

A Translator of the Smuggled Salt Cases in the Tumluk Salt Agency and subsequently a Writer under J Ward in 1834 and 1835 the Head Master of the Midnapoor School and 1835 to 1837 ?) to 1842 to the same of Earl Auckland's School at Barrackpore

রসিকলাল সেন ১৮৫৩ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন।

শ্যামাচরণ সরকার

১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে মাসিক ৭০৲ বেতনে শ্যামাচরণ সরকার ইংরেজী শ্রেণীর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি পাঁচ বৎসর মাদ্রাসা কলেজের বাংলা-শিক্ষক ছিলেন।

শ্যামাচরণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ পরিষদ্ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি।—

(১) বাঙ্গলা ব্যাকরণ—শ্যামাচরণ শর্ম্ম। ১২৫৯ সাল।

(২) ব্যবস্থা দর্পণ—শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার। ১৮৫৯।

নবীনচন্দ্র পালিত

শ্যামাচরণ সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকারের পদ লাভ করিলে, তৎপদে ২২ মার্চ ১৮৪৮ তারিখে মাসিক ৭০৲ বেতনে হিন্দুকলেজের ছাত্র নবীনচন্দ্র নিযুক্ত হন।

রাজনারায়ণ বসু

নবীনচন্দ্র পালিতের পর রাজনারায়ণ বসু ১২ মে ১৮৪৯ তারিখ হইতে মাসিক ৭০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টার হন।

বিশ্বনাথ সিংহ

ইংরেজী-শ্রেণীর দ্বিতীয় শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে ৯ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখে বিশ্বনাথ সিংহ নিযুক্ত হন। বিশ্বনাথ সিংহের "Previous Appointments" সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ :—

Assistant English Master at the Hindu College from May, 1841 to September, 1847—the same at the Normal School from September, 1847 to October, 1849 Supernumerary Master at the Hindu College from November, 1849 to May, 1850—Assistant English Master at the Hooghly College from June, 1850 to 7th April, 1851

*　　*　　*

১৮৫৩ সনের জুলাই মাসে কাউন্সিল-অব-এডুকেশন সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীটি নূতন করিয়া গঠন করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহার জন্য ইংরেজী-শ্রেণীর শিক্ষকদিগকে অন্যত্র বদলি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার পর তাঁহাদিগকে অন্যত্র বদলি করা হয়। ইংরেজী শ্রেণীর পরবর্ত্তী ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

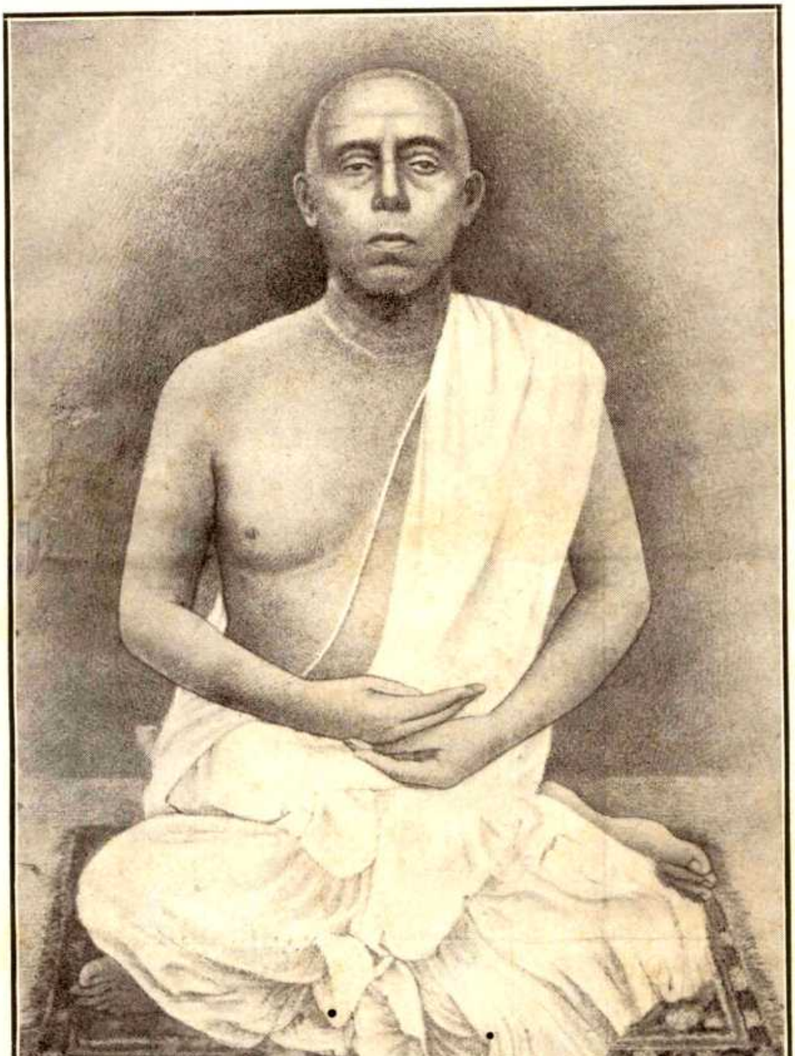

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৪৮

সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাকরণ—পাণিনি-শ্রেণী

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। সংস্কৃত কলেজে প্রথমে ব্যাকরণের দুইটি শ্রেণী ছিল, একটি—পাণিনি, অপরটি—মুগ্ধবোধ।

গোবিন্দরাম উপাধ্যায়

পাণিনি-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন—গোবিন্দরাম উপাধ্যায়, তাঁহার বেতন ছিল ৪০৲। তিনি ছাত্রগণকে ভট্টোজী দীক্ষিত-কৃত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' পড়াইতেন। সংস্কৃত কলেজে পাণিনি-শ্রেণী তিন বৎসর—১৮২৭ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। গোবিন্দরাম ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কাশী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৭ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেতন (তৎকালে ৮০৲) লইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর একখানি পত্রে প্রকাশ ঃ—

> ...Kaumudi Class...As the Pundit of the class has been compelled by ill-health to resign his situation and return to Benares it is worth while to replace him and the abolition of the class will leave about 100 Rs. a month available for any other object *

ব্যাকরণ—মুগ্ধবোধ-শ্রেণী

প্রথম শ্রেণী—

হরনাথ তর্কভূষণ

সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে হরনাথ তর্কভূষণ মাসিক ৪০৲ বেতনে ব্যাকরণ-শ্রেণীর প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। নামে প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণী

* Letter dated 7 Feb 1828 from W Price, Secretary, Calcutta Government Sanscrit College, to the Sub-Committee of the Hindu College.

হইলেও এই শ্রেণীতে তখন ভট্টিকাব্য ও অমরকোষের অংশবিশেষ পড়ান হইত। হরনাথ সংস্কৃত কলেজের সহিত প্রায় ২০ বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৪৩ সনের মাঝামাঝি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি কাশীবাস করিতে থাকেন। তথা হইতে পর-বৎসরের মাঝামাঝি তিনি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকালে তাঁহার বেতন ছিল—৯০৲।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

শিক্ষা-পরিষদ্ হরনাথের স্থলে একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী জি. টি. মার্শালের উপর। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মার্শালের অধীনে চাকরি করিতেন। মার্শাল ৯০৲ বেতনের এই পদটি তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে মার্শাল হরনাথের শূন্য পদে তারানাথকে নির্ব্বাচিত করেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লেখেন :—

> I would recommend that the first Chair, to which is attached a salary of 90 Rupees per mensem should be given to Taranath Tarkavachasputi a resident of Ambika and formerly a student of the Sanscrit College,* which he quitted about ten years ago. This recommendation is made altogether from a conviction of this individual's superior qualifications and without any solicitation, direct or indirect, on his own part · only his willingness to accept the appointment if offered to him, having been ascertained He does not teach a "*Tole*" or public School, but he has, I am creditably informed, several private pupils and I know from report and also personal conviction that he has kept up and added to the stores of Hindoo Literature and Science, which he acquired at College · in fact his zeal for learning has led him to visit Benares two or three times, on each of which occasions he resided at that city for a considerable period. In every department he is, in my opinion, far above mediocrity and in several branches of Science I doubt if any Pundit of Bengal can compete with him namely, in the Upanishads of the Veds, in Vedanta, Sankhya, Memangsa, Jyotisha, and Patanjula His general intelligence, especially in Hindu Philosophy, is well known : On this point, the Hon'ble Mr. Millet, to whom I had once occasion to introduce this Pundit, will, I have no doubt, add his testimony.

* তারানাথ ১৫ জানুয়ারি ১৮৩৫ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে যে প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি ছয় বৎসর কলেজে কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, ন্যায়, বেদান্ত ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

The circumstance of his having been educated at the Institution in which he now aspires to be a Professor gives him the advantage of being thoroughly acquainted with the system of instruction and the best mode of bearing and conduct to be observed towards the students. On the whole, I have not the least doubt that Taranath, if appointed will, by his services, make a worthy return to his Alma Mater for the benefits which he in the past received —Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy to the Council of Education, Sanst. Coll. Dept.

২৩ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মাসিক ৯০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৭৩ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ৬২ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণকালে তাঁহার বেতন ছিল—১৫০৲। ১ জানুয়ারি ১৮৭৪ হইতে মৃত্যুকাল-পর্য্যন্ত (২০ জুন ১৮৮৫) তিনি মাসিক ৭০৸১০ টাকা পেনসন পাইয়াছিলেন। এই পেনসন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকুরির এইরূপ ইতিহাস দেওয়া আছে :—

Sanskrit College		*Date of beginning*	*Date of end*
1st Grammar Professor	90/-	23 Jany. 1845	11 June 1863
do.	100/-	12 June 1863	30 Apr. 1866
do.	120/-	1 May 1866	27 May 1870
do.	150/-	28 May 1870	11 Sep. 1872
Prof. of Hindu Philosophy and Grammar	150/-	12 Sep. 1872	31 Dec. 1873

তারানাথ তর্কবাচস্পতি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক একটি তালিকা দিতেছি :—

১৮৪৭ — কিরাতার্জ্জুনীয় (মল্লিনাথের টীকা সহ)
— শিশুপালবধ ঐ ১৭৬৯ শক।
১৮৪৯ — বৈয়াকরণভূষণসার (স্বকৃত বিবৃতি সহ)। ১৯০৬ সংবৎ।
১৮৫১ — রঘুবংশ (মল্লিনাথের টীকা সহিত)
— কুমারসম্ভব, ১-৭ সর্গ ঐ ১৯০৭ সংবৎ।
— শব্দার্থরত্ন (স্বকৃত) ভাদ্র, ১৭৭৩ শক।
— বাক্যমঞ্জরী (স্বকৃত, বঙ্গাক্ষরে)।
১৮৫৭ — ধনঞ্জয়বিজয় (স্বকৃত টীকা)
— মহাবীরচরিত। ইং ১৮৫৭।
১৮৫৮ — ছন্দোমঞ্জরী (তারানাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত)। ১৯১৫ সংবৎ।
১৮৬১ — গয়ামাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি।

১৮৬৩	—	সিদ্ধান্তকৌমুদী (সরলা নাম্নী ব্যাখ্যা)। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩। (পূর্ব্বার্দ্ধ ১৭৮৫ শক, পরার্দ্ধ ১৭৮৬ শক)
১৮৬৪	—	রত্নাবলী (স্বকৃত প্রাকৃতানুবাদ সহ)। ১৯২১ সংবৎ।
১৮৬৫	—	ব্রহ্মস্তোত্রব্যাখ্যাসহিত সিদ্ধান্তবিন্দুসার। বঙ্গাক্ষরে, ১৭৮৭ শক।
১৮৬৬	—	তুলাদানাদিপদ্ধতি (স্বকৃত, বঙ্গাক্ষরে)। ভাদ্র, ১৯২৩ সংবৎ।
	—	কুমারসম্ভব, ৮ম-১৭শ সর্গ।
১৮৬৮	—	বেণীসংহার (স্বকৃত টীকা সহ)। ১৯২৪ সংবৎ।
	—	আশুবোধ ব্যাকরণ। ১৯২৪ সংবৎ।
১৮৬৯	—	ধাতুরূপাদর্শ। ১৯২৬ সংবৎ।
	—	রাজপ্রশস্তি। ১৯২৬ সংবৎ।
১৮৬৯-৭০	—	শব্দস্তোমমহানিধি।
১৮৭০	—	বৃত্তরত্নাকর (টীকা সহ)।
	—	মুদ্রারাক্ষস (স্বকৃত বিবৃতি সহ)। ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।
	—	মালবিকাগ্নিমিত্র ঐ । ইং ১৮৭০।
১৮৭১	—	হিতোপদেশ (স্বকৃত টীকা সহ)। ইং ১৮৭১।
	—	অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ। আগষ্ট ১৮৭১। (ইহার "বিজ্ঞপ্তি"র তারিখ ইং ১৮৬৩)
	—	গায়ত্রী প্রকরণ।
	—	সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (স্বরচিত বৃত্তি সহ)।
১৮৭২	—	পরিভাষেন্দুশেখর।
	—	ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী টীকা সহ)
	—	ভামিনীবিলাস। ইং ১৮৭২।
	—	সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।
	—	কবিকল্পদ্রুম। ইং ১৮৭২।
	—	কাদম্বরী, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ (সব্যাখ্যান)। ১৭৯৩ শক।
	—	দশকুমারচরিত (স্বকৃত টীকা সহ)। ১৯২৯ সংবৎ।
	—	বহুবিবাহবাদ।
১৮৭৩	—	লিঙ্গানুশাসন (স্বকৃত বিবৃতি সহ)।
১৮৭৩-৮৪	—	বাচস্পত্যাভিধান।

এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-রচিত তর্কবাচস্পতির জীবনচরিতে দেওয়া আছে। অপর একখানি জীবনচরিতে তারানাথের আরও দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

(১) তারাধন তর্কভূষণ 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত ভাষার উন্নতি' পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

.. ১৯০৬ সম্বতে পটলডাঙ্গায় টামার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক একটী দেবাক্ষরের ও বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলাম। এই মুদ্রাযন্ত্রের আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই যন্ত্র হইতে একখানি পঞ্জিকা বাহির করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্জিকার ভূমিকায় তিনি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের আকার ও গতিবিধি আদি আর্য্যভট্ট, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির জ্ঞাতানুসারে পয়ার ছন্দে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এ কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি পঞ্জিকাসন্নিবেশিত পয়ারগুলি পাঠ করিয়াছেন, সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে জানিতেন না বলিয়া যে তাঁহার সংস্কার আছে, তাহা বিদূরিত হইবে।

(২) তারাধন পুনরায় ৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

['আবার অতি অল্প হইল'] এই জঘন্য পুস্তিকাতে তারানাথের "ঘূর্ণায়মান" আদি যে দুই একটী ব্যাকরণ অশুদ্ধির কথা উল্লেখ ছিল তর্কবাচস্পতি কেবলমাত্র তাহার উত্তর বঙ্গভাষায় কয়েক পত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর প্রযুক্ত কটূক্তির কোন উল্লেখই করেন নাই। তারানাথ এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছিলেন "লাটী থাকিলে পড়ে না।"

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তারানাথ সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন :—

তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী একপ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ।

রামদাস সিদ্ধান্ত তর্কপঞ্চানন

সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে দ্বিতীয় পণ্ডিত রামদাস সিদ্ধান্ত তর্কপঞ্চানন ছাত্রগণকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতেন। কয়েক মাস অধ্যাপনার পরেই—২১ অক্টোবর ১৮২৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ৪০৲।

কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন

রামদাসের শূন্য পদে ১৮২৪ সনের নবেম্বর মাস হইতে ৪০৲ বেতনে কীর্ত্তিচন্দ্র নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী কর্ত্তৃপক্ষকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

The Secretary begs to inform the Sub Committee of the Government Sanscrit College that Ramdasa Siddhanta Terka Panchanana the 2d Pundit of the Mugdhabodh Grammar Class died of fever on

the 21st ultimo. Kirti Chandra who is acting as Librarian during the absence of Lakshi Narayana is a candidate for the vacant situation. He has been duly examined and found not only well qualified in the system of Grammar it will be his especial duty to teach but likewise versed in other departments of Science cultivated in the College. The Secretary begs therefore to propose him as a fit person to succeed to the office of the 2nd Mugdhabodha Grammar Pundit in the room of Ramdasa deceased and in the meantime he has been appointed to take charge of the classes until the pleasure of the Sub Committee is known.

1st November 1824.

১৮২৫ সনে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তাঁহার মৃত্যু হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের বেতন-বই হইতে জানা যায়, তাঁহার হিসাবে অক্টোবরের ১৫ দিনের বেতন ২০৲ দেওয়া হইয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যুতে ২২ অক্টোবর ১৮২৫ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> সহগমন ॥—কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সংপ্রতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কালেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার [?] ওলাউঠাবোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের পদে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হন,—তাঁহার কথা মুগ্ধবোধের ৩য় শ্রেণীর বিবরণে আলোচিত হইবে।

২য় শ্রেণী—

হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন

ছাত্রের আধিক্যবশতঃ ১৮২৫ সনের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীর জন্য ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ তারিখে ৩০৲ বেতনে হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন নিযুক্ত হন। হাতীবাগানে হরিপ্রসাদের চতুষ্পাঠী ছিল। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বেতন ছিল ৪০৲।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

হরিপ্রসাদের স্থলে মুগ্ধবোধ ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

১৮৪৪ সনের মাঝামাঝি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে ৫০৲ বেতনে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ব্যাকরণের ২য় শ্রেণীর

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে এই পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী জি. টি. মার্শাল, শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহারই উপর নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন। মার্শাল সাহেব লেখেন :—

> The second Professorship of 50 Rupees per mensem I would recommend to be given to Dwarakanath Vidyabhushan an ex-student of the Sanscrit College, who, I have been informed by Dr. Mouat, stood first on the List of Candidates lately examined for these appointments and in fact answered correctly all the questions submitted on the occasion. This last I consider a very satisfactory proof of his perfect efficiency in the particular department which he would be required to teach In general acquirements also, I know him to be thoroughly qualified. He holds a certificate from the Hindu Law examination Committee, of eminent proficiency in Smriti or Hindu Law He passed with great credit through the entire regular course of the College, studying every branch of Literature and Science, and quitted the institution last year at the expiry of the prescribed period, 12 years, during 2 last of which he was the head student and held one of the First Scholarships of 20 Rupees a month. His youth (his age is about 25 years) is rather in his favor for this subordinate and laborious situation. I firmly believe no other candidate can produce equal proofs of qualification and I therefore strongly recommend Dwarakanath Vidyabhushan for the vacancy.—Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy. to the Council of Education, Sanst College Dept.

দ্বারকানাথ এই পদে ১৪ মে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পেন্সনের জন্য আবেদন করেন, এই পেন্সনসংক্রান্ত কাগজ-পত্র হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য—প্রধানতঃ চাকুরি-জীবন সংক্রান্ত জানিতে পারা যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> Dwarakanath Vidyabhushan
> Father · Hara Chandra Nyaratna
> Brahman
> Residence · Changripotha, 24 Pargs.
> Date of beginning service · 16 November 1844
> Length of Service · 28 years 7 months 18 days.
> Proposed Pension : Rs. 69-3-0
> Age 53 years 3 months.

HISTORY OF SERVICE

Sanskrit College		*Date of beginning*			*Date of End*	
Librarian	30 Rs.	16 Nov.	1844		13 Jany.	1845
2d Grammar Prof.	50 ,,	14 Jany.	1845		1 Apr.	1845
do.	50 ,,	2 Apr.	1845		14 May	1855
Asst to the Principal	100 ,,	15 May	1855		30 Nov	1855
Prof of Sanskrit Literature	90 ,,	1 Dec.	1855		11 June	1863
	100 ,,	12 June	1863		28 Feb.	1866
	120 ,,	1 Mar	1866		27 May	1870
	150 ,,	28 May	1870		9 Aug	1872
On sick leave		10 Aug.	1872		31 Aug.	1872
Prof. of Sanskrit Literature	150 ,,	1 Sep.	1872		2 Sep.	1872
On sick leave		3 Sep.	1872		17 Sep.	1872
Prof of Sanskrit Literature		18 Sep.	1872		30 June	1873

১ জুলাই ১৮৭৩ তারিখ হইতে দ্বারকানাথ পেনসন্ গ্রহণ করেন; তাঁহার পেনসনের পরিমাণ ছিল—৬৯।১০।

দ্বারকানাথ কর্ত্তৃক প্রণীত, সম্পাদিত ও "প্রচারিত" পুস্তকগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

১। নীতিসার। ১৮৫৬।

২। রোমরাজ্যের ইতিহাস। ১৬ বৈশাখ ১২৬৪ (ইং ১৮৫৭)। পৃ. ২৫০।

৩। সুবুদ্ধি ব্যবহার। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৭ (ইং ১৮৬০)। পৃ. ৫৭।

৪। গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়ার ইতিহাস। পৃ. ৩৫৭।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই, তবে ইহা যে "সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত" তাহার উল্লেখ আছে। সোমপ্রকাশ যন্ত্র ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুস্তকখানি যে ১৮৬২-৬৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৮৬৫ সনের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথের অন্য কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে এই পুস্তকখানিরও বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি।

৫। ভূষণসার ব্যাকরণ। ১৮৬৫ ।* (নূতন প্রণালী অনুসারে বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

৬। বিশ্বেশ্বর বিলাপ (পদ্য)। ৪ ভাদ্র ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)। পৃ. ১০৭।

৭। সাংখ্যদর্শন (মূল, ভাষ্য ও সরল অনুবাদ সহ)। ১২৯৩। পৃ. ৩০০। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' পুস্তকখানি দ্বারকানাথ কর্ত্তৃক "সম্পাদিত" হইয়া, তাঁহার

* ১ মে ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' ইহার বিজ্ঞাপন প্রথমে প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দুর্গাচরণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে দ্বারকানাথের পুস্তকাবলী সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ইনি গ্রীস ও রোম রাজ্যের দুই খানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া মুদ্রিত করেন। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পাঠোপযোগী কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন যথা,—নীতিসার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ ও উপদেশমালা ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ। সাংখ্যদর্শন এবং ভূষণসার ব্যাকরণ।—২য় সংস্করণ (১২৯৮), পৃ. ৪৯৩-৯৪।

১৩ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথ তাঁহার "প্রণীত" ও "প্রচারিত" কয়েকখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে "প্রচারিত" পুস্তকখানি—"মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ…৮০"

দ্বারকানাথ দুইখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই দুইখানি :—

(১) 'সোমপ্রকাশ'—এই সাপ্তাহিক পত্রখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ২৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

(২) 'কল্পদ্রুম'—এই মাসিক পত্রখানির আবির্ভাব ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে। ইহাতে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৬ সালের ২২এ আগষ্ট দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় শ্রেণী

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপদে ১৭ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে তিনি এম এন্‌স্‌লি ও অন্যান্য সিবিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন।

গঙ্গাধর হালিশহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। তিনি কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতেন।

গঙ্গাধর প্রথমে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াইতেন। অধ্যাপনা-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রথমে তাঁহার শ্রেণীতেই প্রবেশ করেন ও তথায় তিন বৎসর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের অধ্যাপনা বিষয়ে বিদ্যাসাগর এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন :—

> কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে

স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোন ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদান-কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্‌, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।—'শ্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন।

মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে মৃত্যু হইলে গঙ্গাধর তাঁহার স্থলে ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এই—

(১) সেতুসংগ্রহ। ১৮৩৫।

'সেতুসংগ্রহ' মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা। এ-সম্বন্ধে ৭ জুলাই ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তর্কবাগীশ নিম্নোদ্ধৃত পত্র প্রকাশ করেন :—

সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন ব্যুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেন তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেণ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির পত্রসংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে। কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ সংজ্ঞপ্তিঃ।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ ১৬৪।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় 'সেতুসংগ্রহে'র একখানি পুথি আছে। ইহার পত্র-সংখ্যা ২৮৮। পুথিপাঠে জানা যায়, ইহার রচনাকাল ১৭৫৭ শক (ইং ১৮৩৫)।

১৮৭১ সনের জানুয়ারি মাসে গিরিশ তর্করত্ন সটীক 'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্‌' প্রকাশ করেন। ইহাতে অন্যান্য টীকার সহিত গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) খোসগল্পসার। ইং ১৮৩৯।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, ১৪ মার্চ ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নাংশ মুদ্রিত হয় :—

খোসগল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল বহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে। [হরকরা, ১২ মার্চ]

'খোসগল্পসার' যে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের রচনা, পাদরি লঙের মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৭৫) তাহার উল্লেখ আছে, তিনি লিখিয়াছেন :—

TALES. *Khos Galpa Sar*, 1839, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar.

১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

রামগোবিন্দ গোস্বামী (তর্করত্ন)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে তৎপদে ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হন। ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপকের শূন্য স্থান পূর্ণ করেন রামগোবিন্দ গোস্বামী। তাঁহার নিয়োগকাল ১ ডিসেম্বর ১৮৪০, মাসিক বেতন ৪০৲। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে রামগোবিন্দ প্রুফ-সংশোধনের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত ছিলেন।

২য় শ্রেণীর অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহকারী পদে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার স্থলে ১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে রামগোবিন্দ ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৮ মার্চ ১৮৬০ তারিখে রামগোবিন্দের মৃত্যু হয়।

৪র্থ শ্রেণী—

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর

১৮৪৬ সনের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের চতুর্থ শ্রেণী স্থাপিত হয়। ২০ মে ১৮৪৬ তারিখে হরিনাভি-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর (সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদের বেতন ছিল ৪০৲। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করিয়াছিলেন। ৭ মে ১৮৫৫ তারিখে প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি এই :—

১। কুলরহস্য। ১৮৪৪।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫১ (১১ জুন ১৮৪৪) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ :—

> চন্দ্রিকা যন্ত্র হইতে কুলরহস্য নামা এক নূতন পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে, উক্ত যন্ত্রালয়ের পণ্ডিতাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় ঐ পুস্তক রচনা করেন, দুই সপ্তাহ গত হইল পণ্ডিতবর ভট্টাচার্য্য তাহার এক পুস্তক আমারদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন আমরা বিস্মৃতি ক্রমে পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা বিবেচনা করিতে পারি নাই, গ্রন্থকর্ত্তা সংস্কৃত কবিতায় কুলরহস্যকে রহস্য চতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া তাহাতে দাক্ষিণাত্য বৈদিক মহাশয়দিগের কুলীন মৌলিক বংশজাদির লক্ষণ ব্যবহার বাসস্থানাদির তাবদ্বিবরণ লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কবিতাশক্তির বিশেষ প্রশংসা করি, তিনি সংস্কৃত ভাষায় চলিত শব্দে সুললিত কবিতা করিয়াছেন, অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ত্তমানকালীন কবিগণের মধ্যে উত্তম শ্রেণীতে গণিত হইতে পারেন, ।

২। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং। ইং ১৮৪৫। পৃ. ১৫।

৩। ধর্ম্মসভা বিলাস। ইং ১৮৫০। পৃ. ৪১। (চম্পূকাব্য)

৪। শ্রীশিবশতক স্তোত্রবত্ন। ইং ১৮৫৪। পৃ. ৫৯।

৫। শবীবোৎপত্তিক্রম।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই নামেব একখানি ৯ পৃষ্ঠাব পুস্তিকা আছে। মিউজিয়মেব পুস্তক-তালিকায় ইহাব প্রকাশকাল—"কলিকাতা ১৯১৭" (ইং ১৮৬০) দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহা পুনর্মুদ্রিত পুস্তক, কাবণ, ইহা প্রাণকৃষ্ণেব মৃত্যুব পবে প্রকাশিত।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগব কিছু দিন ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'সমাচাব চন্দ্রিকা' যোগ্যতাব সহিত সম্পাদন কবিয়াছিলেন।

৫ম শ্রেণী—

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চাবিটি মুগ্ধবোধ-শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কাবণে ব্যাকবণেব ৫ম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীব জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত কবিবাব প্রস্তাব কবিয়া সংস্কৃত কলেজেব সেক্রেটবী বসময় দত্ত ২৯ জানুয়াবি ১৮৪৭ তাবিখে শিক্ষা-পবিষদ্‌কে লেখেন। পববর্ত্তী ফেব্রুয়াবি মাসে এই প্রস্তাব মঞ্জুব হয়। তদনুসাবে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (ভূতপূর্ব্ব স্মৃতি-অধ্যাপক) এই পদে ১২ মার্চ ১৮৪৭ তাবিখে মাসিক ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহাব বয়স ৫৯ বৎসব—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কাবণে তাঁহাব দ্বাবা অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল হইবাব প্রাক্কালে বিদ্যাসাগব মহাশয় কলেজেব আমূল সংস্কাব-কল্পে ১৬ ডিসেম্বব ১৮৫০ তাবিখে শিক্ষা-পবিষদ্‌কে এক সুদীর্ঘ বিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কাশীনাথ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ মন্তব্য কবেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanan, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month,...

বিদ্যাসাগবেব এই প্রস্তাব শিক্ষা-পবিষদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজেব অধ্যাপকদেব

বেতন-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

সাহিত্য-শ্রেণী

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

[এ বৎসরের প্রথম সংখ্যা পত্রিকায় সাহিত্য-শ্রেণীর বিবরণের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছে]

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিতেছিলেন। জয়গোপালের স্থলে যিনি স্থায়ী ভাবে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তিনি সংস্কৃত কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র—মদনমোহন তর্কালঙ্কার। জয়গোপালের মৃত্যুকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত ৯০৲ বেতনে সাহিত্য-অধ্যাপকের পদটি বিদ্যাসাগরকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া, সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে দিতে অনুরোধ করেন। সংস্কৃত কলেজে মদনমোহনের নিয়োগকাল—২৭ জুন ১৮৪৬। এই পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি যে-যে স্থলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> Vernacular Teacher of the Pathsala attached to the Hindoo College for 2 months in 1842
>
> Pundit of the College of Fort William from April 1843 to December 1845.
>
> Pundit of the Kissenagar College from Jany. 1846 to June

মদনমোহনের 'জীবনচরিতে' (পৃ. ৭) প্রকাশ, তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে এক বৎসর বারাসত-গবর্মেণ্ট-বিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

মদনমোহন ৫ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তিনি পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। কাউন্সিল-অব-এডুকেশন তাঁহার পদত্যাগে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> Ordered to be recorded with an expression of the high opinion entertained by the Council for the zeal and ability with which Pundit Muddonmohun Tarkalankar performed his duties during his connection with the Sanskrit College.

সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন, এই পদে ছয় বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি তথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইহার এক বৎসর পরে তিনি কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তথায় ৯ মার্চ ১৮৫৮ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মদনমোহন যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) রসতরঙ্গিণী। ইং ১৮৩৪ (?)

মদনমোহনের জীবনীতে প্রকাশ, "অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্বশক্তির প্রথম পরিচয় দেন।"

(২) বাসবদত্তা। শক ১৭৫৮ [=ইং ১৮৩৬]। পৃ. ১৫১।

(৩) শিশুশিক্ষা, ১ম-৩য় ভাগ। ইং ১৮৪৯।

মদনমোহন যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলিরও একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—শ্রীহর্ষবিরচিতম্। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

কবিকল্পদ্রুমঃ—বোপদেব কৃত। পরিভাষা টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

অনুমানচিন্তামণিদীধিতিঃ—রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

বৈয়াকরণভূষণসারঃ—কৌণ্ড ভট্ট কৃত। তারানাথ তর্কবাচস্পতি পরিশোধিত। মদন-মোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

আত্মতত্ত্ববিবেকঃ—উদয়নাচার্য্য কৃত। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন পরিশোধিত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

দশকুমারচরিতম্—দণ্ডিকৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

কাদম্বরী—বাণভট্ট কৃত। ১৯০৬ (?) সংবৎ।

মেঘদূতম্—কালিদাস কৃত। মল্লিনাথকৃত টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

কুমারসম্ভবম্, ১-৭ সর্গ—কালিদাস কৃত। মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

মদনমোহন যখন সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, তখন তিনি ও বিদ্যাসাগর উভয়ে মিলিয়া ১৮৪৭ সনে কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা উভয়েই এই মুদ্রাযন্ত্রের সমানাংশভাগী ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্মচরিতে' মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকপ মহৎ

কার্য্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব এজন্য তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং "My dear Madan" (প্রিয় মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্বশুভকরী" নামে পত্রিকা বাহির করেন।* এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরী ডাঃ ময়েট মদনমোহনের স্থানে সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহাকে প্রিন্সিপ্যালের ক্ষমতা দিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন।

৫ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ৯০৲ বেতনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর 'দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা-প্রসূত' এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন।†

শিক্ষা-পরিষদ্ এমনই একজন কার্য্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাহিতেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই কথাই তাঁহারা কিছু দিন হইতে ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে পুরাতনের বাধা সরিয়া গেল।

২২ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে সেক্রেটরী ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ রহিত হইল।

---

* 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সনের আগষ্ট মাসে। এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ১৭৭-৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এই দীর্ঘ রিপোর্ট *General Report on Public Instruction*, etc. 1850-51 গ্রন্থের ৩৪-৪৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্রের *Isvar Chandra Vidyasagar* পুস্তকেও এই রিপোর্ট পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

যাঁহারা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সরকারী দপ্তরখানার নথিপত্রের সাহায্যে লিখিত আমার 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' পাঠ করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকগণের বিবরণ প্রকাশকালে (৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) শেষ সহ-সম্পাদক—শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নামটি অনবধানবশতঃ বাদ পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে শ্রীশচন্দ্র ১ ডিসেম্বর ১৮৪৭ তারিখে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ২১ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে সংস্কৃত কলেজ হইতে সহ-সম্পাদকের পদ একেবারে রহিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যের অধ্যাপক হইতে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মাসিক ৯০৲ বেতনে ২২ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ হইতে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। এই পদে তিনি ১৮৫৫ সনের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন। সংস্কৃত কলেজে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ শ্রীশচন্দ্রের শূন্য পদ অধিকার করেন।

শ্রীশচন্দ্র বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র। আর একটি কারণেও তাঁহার নাম সাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত, বিধবা-বিবাহ-আইন হইলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ করেন (৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬)।

সংশোধন ও সংযোজন

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৬৩) ভবতচন্দ্র শিরোমণির পরিচয়দানকালে লিখিয়াছিলাম, "ভবতচন্দ্র খুব সম্ভব ১৮৭৭ সালে পরলোকগমন করেন।" প্রকৃতপক্ষে শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়—২২ অগ্রহায়ণ ১২৮৫ (ইং ৭ ডিসেম্বর ১৮৭৮) তারিখে।